

বাংলাদেশের দূতাবাসে রাজনাথ!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারিঃ রাজধানীতে স্থিত বাংলাদেশের হাই কমিশনে গিয়ে সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সেই ছবি পোস্ট করেছেন ভারতে বাংলাদেশের দূত রিয়াজ হামিদুল্লাহ। লিখেছেন, ‘কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে পেয়ে সম্মানিত অনুভব করছি।’ হাই কমিশনের সেই মুহূর্তের ছবি নিজের এক্স হ্যান্ডেলেও পোস্ট করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তাতে দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ছবির সামনে বসে রয়েছেন রাজনাথ সিং। পিছনে দাঁড়িয়ে রাস্ট্রদূত রিয়াজ হামিদুল্লাহ। সেই সময় একটি সমবেদনা জানানোর খাতায় স্বাক্ষর করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। এদিন এই পোস্টের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লিখেছেন, ‘আজ নয়াদিল্লিতে স্থিত বাংলাদেশের হাই কমিশনে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপির



চৌমারপার্সনের প্রয়াসের ঘটনায় ওয়ার পরিবার-পরিজন এবং বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে সমবেদনা জানাই।’ গত ৩০ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার সকাল ৬টার সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই ভুগছিলেন তিনি। ভর্তি ছিলেন ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে। সেখানেই একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে চিকিৎসা চলাছিল তাঁর। কিন্তু সঙ্কটজনক পরিস্থিতি থেকে তাঁকে বের করে নিয়ে আসা যায়নি। ইতিমধ্যেই খালেদার জিয়ার প্রয়াসের ঘটনায় বাংলাদেশে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোকের ঘোষণা করেছেন মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার দুপুরে ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবন সংলগ্ন মার্নিক মিয়া আড্ডিনিউতে দুপুর ৬টে ভিনিউটে খালেদা জিয়ার ‘জানাজা’ শুরু হয়। শেষ হয় ৬টে বেজে ৭ মিনিটে। এরপর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে খালেদার মরদেহ সংসদ ভবন থেকে নিয়ে যাওয়া হয় মিয়া আড্ডিনিউতে স্থিত জিয়া উদ্যানে। সেখানে বিকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ স্বামী তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন সেনাপ্রধান এবং রাষ্ট্রপতির সমাধির পাশে সমাধি স্থ করা হয় খালেদা জিয়ারকে।

সোমবার থেকে বদল আবহাওয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জানুয়ারিঃ অক্ষরে-অক্ষরে মিলেছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস। আলিপুর আবহাওয়া অফিস আগেই জানিয়েছিল কপিমে ঠান্ডা ঠিক তেমনই হয়েছে। কনকনে শীতেই নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলা। আজ সামান্য তাপমাত্রা বাড়লেও ঠান্ডার আবেজ কিন্তু নূন হচ্ছে না। আজও তাপমাত্রা ১১ডিগ্রি অশপাশেই ঘোরালো করছে। এই সপ্তাহে তাপমাত্রা বাড়লেও আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে বের কিন্তু কমতে চলেছে তাপমাত্রা। কতটা কমতে পারে তা এখনই জানা না গেলেও, কলকাতার জমিয়ে ঠান্ডা পড়বে তা বলায় অশঙ্ক্য রাখে না। আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, আজ কলকাতার পারদ পৌঁছে গিয়েছে ১১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ১৮ বছরে শীতলতম বর্ষবরণ কলকাতায়। এর আগে ২০০৮ সালে আলিপুরের পারদ ছিল ১১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তারপর আর তেমনটা হয়নি। তবে এবার ঠান্ডা পড়ছে। তবে আজ আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, পশ্চিমী বঙ্গের জেরে সাময়িক ভাবে ধাক্কা খাবে শীতা আগামী তিন-চারদিন দু থেকে তিন ডিগ্রি বাড়বে তাপমাত্রা। কলকাতার পারদ পৌঁছে যেতে পারে ১৫ ডিগ্রিতে। তবে কের সোমবার থেকে পারদ তড়তড় করে নেমে যাবে। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কের জমিয়ে শীত ফেরার আশা। অর্থাৎ ৫ জানুয়ারি সোমবার থেকে শুরু করে পরবর্তী ১২ জানুয়ারি সোমবার পর্যন্ত আবহাও নতুন করে বাংলার সব জেলাতেই জমিয়ে পড়বে ঠান্ডা। আর এই ঠান্ডা মূলত পড়তে পারে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে। ফলে শীতপ্রেমীরা যে এখনও জমিয়ে ঠান্ডা উপভোগ করতে পারছেন তাহাই পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়া অফিস।

বহরের শুরুতেই ধাক্কা, বাড়ল গ্যাসের দাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জানুয়ারিঃ বহরের প্রথম দিনেই হেসেলে বড় ধাক্কা। পয়লা জানুয়ারিতে একধাক্কায় বাড়ল গ্যাসের দাম। তবে দাম বেড়েছে বাণিজ্যিক এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের। রান্নার গ্যাসের দাম নতুন বছরের শুরুতেও অপরিবর্তিত রয়েছে। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, তেল সংস্থাগুলির তরফে জানানো হয়েছে, আজ, বৃহস্পতিবার থেকে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়ছে ১১১ টাকা করে। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই বাণিজ্যিক এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম নতুন দাম কার্যকর হবে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার থেকে কলকাতায় ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার প্রতি দাম হয়েছে ১৭৯৫ টাকা। আগে যা ছিল ১৬৮৪ টাকা। কলকাতায় ১১১ টাকাই বেড়েছে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। অন্যদিকে দিল্লিতে গত মাসে ১৯ কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ছিল ১৫৮০.৫০ টাকা। সেটা বেড়ে বর্তমানে হয়েছে ১৬৯১.৫০ টাকা। মুম্বইয়ে বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডারের নতুন দাম ১৬৪২.৫০ টাকা। চেন্নাইয়ে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের নতুন দাম ১৭৬৯.৫০ টাকা। বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেড়ে যাওয়ায়, হোটেল, রেস্তোরাঁয় খাবারের দাম বাড়বে। বর্ষবরণের আবহে বিভিন্ন স্থানের খাবার চেখে দেখার জন্য রেস্তোরাঁগুলিতে উপচে পড়ে ভিড়। এই আবহে খাদ্যসিকদের বাড়তি টাকা গুনতে হবে রেস্তোরাঁগুলিতে।



যদিও নতুন বছরের শুরুতেও অপরিবর্তিত ১৪ কেজি রান্নার গ্যাসের দাম। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে নারী দিবসে রান্নার গ্যাসের দাম ১০০ টাকা কমিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত এপ্রিলে একধাক্কায় রান্নার গ্যাসের দাম ৫০ টাকা বাড়ায় কেন্দ্র। তারপর থেকে রান্নার গ্যাসের দাম আর বাড়েনি। কলকাতায় নতুন বছরেও ১৪ কেজি রান্নার গ্যাসের দাম ৮৭৯ টাকা। প্রসঙ্গত, গত বছর অক্টোবরে দাম বেড়েছিল বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের। কলকাতায় পূজোর মাসে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ৫০ টাকা ৫০ পয়সা কমে হয়েছিল ১৬৮৪ টাকা। তবে অক্টোবর মাসে কলকাতায় বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারপিছু দাম ছিল ১৭০০ টাকা ৫০ পয়সা। অর্থাৎ পূজোর মাসের তুলনায় ১৬ টাকা ৫০ পয়সা বৃদ্ধি হয়েছিল। নভেম্বর মাসে আবার ৬ টাকা ৫০ পয়সা দাম কমিয়েছিল কেন্দ্র। কেন্দ্রে আবারও ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিজেপি সরকার বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম একটানা কমিয়েছে। অক্টোবরের আগে গত কয়েক মাসেই একটানা নিম্নমুখী ছিল বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। পয়লা জুন থেকে কলকাতায় ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমে হয়েছিল ১ হাজার ৮২৬ টাকা। দিল্লিতে ১৯ কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ৭২৬ টাকা ৫০ পয়সা। মুম্বইয়ে দাম দাঁড়িয়েছিল ১ হাজার ৬৭৪ টাকা ৫০ পয়সা। চেন্নাইতে দাম কমে হয় ১ হাজার ৮৮১ টাকা।

ভোটের মুখে বাংলাকে নিউইয়ার্স গিফট মোদির প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ক্লাস পাচ্ছে রাজ্য

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারিঃ নতুন বছরের শুরুতেই রেলযাত্রীদের জন্য বড় সুখবর। প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পাচ্ছে বাংলা। দীর্ঘপথে এবার আর শুধু বসে নয়, শুয়েই যাতায়াত করা যাবে। গুয়াহাটি থেকে কলকাতা রুটে চালু হতে চলেছে এই অত্যাধুনিক স্লিপার ট্রেন। বৃহস্পতিবার, বছরের প্রথম দিন নয়া রুটের ঘোষণা করেন রেলমন্ত্রী

প্রযুক্তিতে। মোট ১৬টি কোচ নিয়ে চলবে বন্দে ভারত স্লিপার। পুরো ট্রেনই থাকবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। যাত্রী নিরাপত্তার জন্য থাকছে অত্যাধুনিক কবচ সিস্টেম, পাশাপাশি ইমার্জেন্সি টক ব্যাক সিস্টেম-এর মতো একাধিক আধুনিক সুবিধা। সব মিলিয়ে প্রিমিয়াম পরিষেবার অভিজ্ঞতা দিতে কোনও খামতি রাখছে না রেল। কোচ বিন্যাসেও



অশ্বিনী বৈষম্য। তাঁর কথায়, জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ট্রেনের উদ্বোধন করবেন। বাংলার জন্য এই ঘোষণা যে রাজনৈতিকভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ, তা অস্বীকার করা যাচ্ছে না। কারণ, চলতি বছর রাজ্যে নির্বাচন। ফলে প্রশ্ন উঠছে, বাংলার মানুষের মন পেতেই কি নতুন বছরের শুরুতে এই ‘মেগা গিফট’ কেন্দ্রের? রেলমন্ত্রকের যদিও বক্তব্য, যাত্রীচাহিদা এবং দীর্ঘপথে আরামদায়ক সফরের প্রয়োজনীয়তা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত। এর আগে হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি, পুরী-সহ একাধিক রুটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ছুটছে বাংলায়। প্রতিটি রুটেই যাত্রীদের মধ্যে টিকিটের ব্যাপক চাহিদা চোখে পড়ার মতো। সেই অভিজ্ঞতার উপর ভর করে এবার আরও এক ধাপ এগোল রেল। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ মজবুত করে দেওয়াই-কলকাতা রুটে স্লিপার বন্দে ভারত চালুর সিদ্ধান্ত বলে জানাল কর্তৃপক্ষ। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষম্য জানিয়েছেন, এই ট্রেনটি তৈরি হবে সম্পূর্ণ দেশীয়

রয়েছে বিশেষ চমকা রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৬টি কোচের মধ্যে ১১টি এসি থ্রি-টায়ার, চারটি এসি টু-টায়ার এবং একটি ফাস্ট ক্লাস এসি কোচ থাকবে। এই ট্রেনে একসঙ্গে ৮২০ জন যাত্রী সফর করতে পারবেন। দীর্ঘ রাত্রিযাত্রায় আরাম, নিরাপত্তা ও গতি-এই তিনের মেলবন্ধনই বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের মূল আকর্ষণ। দেশের প্রিমিয়াম ট্রেনগুলির তালিকায় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস অভিযোজিত। এরপর অমৃত মণ্ডল এবং বজেন্দ্র দাস- দুই হিন্দু যুবককে খুনের অভিযোগে আনা হয়েছিল। সেই উত্তেজনার ভিত্তি থেকে পিটিয়ে হত্যা করে। তার দেহ একটি গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে আগুন দেওয়া হয় বলে অভিযোগে গুটো। এরপর অমৃত মণ্ডল এবং বজেন্দ্র দাস- দুই হিন্দু যুবককে খুনের অভিযোগে গুটো। ইটুন্স নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণের ঘটনা বেড়েছে বলে অভিযোগ। ভারতও বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি ভারত সরকার জানিয়েছে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর ‘অবিরাম বৈরিতা’ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং পরিস্থিতির উপর কড়াভাবে নজর রাখা হচ্ছে।

‘দল বুঝলেই হল, কে বুঝল আমার জানার দরকার নেই’, দীর্ঘদিন পর সাংবাদিক বৈঠকে দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জানুয়ারিঃ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, দিলীপ ঘোষকে মাঠ জুড়ে খেলানো হবে। আসিই কি মাঠ জুড়ে খেলতে প্রস্তুত দিলীপ ঘোষ? কী দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁকে, সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন প্রাক্তন সাংসদ। বিগত দীর্ঘ সময় ধরে কোনও সভা-সমিতিতেও দেখা যায়নি তাঁকে। বিজেপির কোনও অনুষ্ঠানেই প্রায় ডাক পেতেন না তিনি। আর এবার সেই দিলীপই বসলেন সাংবাদিক বৈঠকে। শীঘ্রই জনসভাতেও দেখা যাবে তাঁকে। শাহ বলেছেন, পুরোপুরি কাজে লাগতে হবে।’ এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের

সঙ্গে দেখা করেছেন দিলীপ ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন, অনেক কমিটি তৈরি হয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে তাঁর জানা ছিল না। সেগুলিই বুঝে নিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। তবে শুধুই বিজেপি দফতরে বসে বৈঠক নয়। শীঘ্রই জনসভাতেও দেখা যাবে দিলীপ ঘোষকে। তিনি জানিয়েছেন, জানুয়ারিতেই শমীক ভট্টাচার্যের একটি সভা করার কথা আছে দুর্গাপুরে। সেই সভাতেই থাকবেন দিলীপ। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, সত্যিই কি মাঠ জুড়ে খেলছেন তিনি? উত্তরে দিলীপ জানিয়েছেন, তাঁকে দল যেভাবে কাজে লাগাবে সেভাবেই কাজ করবেন তিনি। ভোট লড়তে বললেও লড়বেন বলে জানিয়েছেন তিনি। আদি-নব্য



দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠলে, তা কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, নতুন নেতারা দলে এলে

‘কোনও অপশক্তির কাছে মাথানত নয়’ ভোটের বছরে পা দিতেই চূড়ান্ত বার্তা নেত্রী-সেনাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জানুয়ারিঃ ২০২৬ পরে গেল, ভোটের বছরে পা। দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রত্যেক নেতা কর্মীকে চূড়ান্ত প্রস্তুতির বার্তা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেচ্ছা জানিয়ে তৃণমূল নেত্রীর বার্তা, ‘কোনও অপশক্তির কাছে মাথানত নয়। সকল রক্তক্ষু উপেক্ষা করেই মানুষের জন্য সংগ্রাম চলবে।’ আর অভিষেক বার্তা দিলেন, ‘নব উদ্যমে আগামীর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হোন।’ ১৯৯৮ সালে মমতা যে তৃণমূলের বীজ বপন করেছিলেন, তা আজ মহীকহ্ন। রাজ্যের বাইরেও উজ্জ্বল গতিতে উত্থান হচ্ছে ঘাসফুল শিবিরের। উন্নয়নকে হাতিয়ার করে এগিয়ে চলেছে তৃণমূল। এই বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তাই এদিনের প্রতিষ্ঠা দিবসে দলীয় নেতা-কর্মীদের আরও উজ্জীবিত করে তোলাই লক্ষ্য নেতৃত্বের। আরও এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়েই আজ নানা জায়গায় এই বিশেষ দিন উদ্‌যাপন করেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। শহরতলি থেকে জেলা

সর্বত্রই এদিন দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতি ব্লক, প্রতি ওয়ার্ডে আলাদা আলাদাভাবে দলীয় কর্মীরা



তারা। ৩ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার-জলপাইগুড়িতে সভা রয়েছে অভিষেকের। ৬ জানুয়ারি সভা রয়েছে বীরভূমে, ৭ জানুয়ারি সভা

কোচবিহার, ১৫ জানুয়ারি তমলুক, ১৬ জানুয়ারি মেদিনীপুর, ১৭ জানুয়ারি জঙ্গিপুর, বহরমপুরে সভা করবেন অভিষেক। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কথায়, বঙ্গ রাজনীতির যে জায়গাগুলো ভারকেন্দ্র, অর্থাৎ যে এলাকার সমীকরণ রাজনীতিকে প্রভাবিত করে, সেই সমস্ত জায়গায় যে বেছে বেছে যাচ্ছেন অভিষেক। অভিষেকের এক মাস ব্যাপী যাত্রায় যে সুতি পাওয়া গিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। বৃহস্পতিবারই নির্বাচন কমিশনের ফল বৈশ্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ছিলেন বাকি আরও ৯ সাংসদ। এসআইআর সংক্রান্ত বেশ একাধিক বিষয়ে তিনি সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের সামনে উত্থাপিত করেন। বেরিয়ে এসে সাংবাদিক বৈঠক করেন। একাধিক বিষয়ে কমিশন তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি বলে জানান অভিষেক। কমিশনারের সঙ্গে তাঁর আলোচনা এক পর্যায়ে তত্ত্ব স্থা বলেও দাবি অভিষেকের। বাংলার একাধিক জেলা থেকে শুরু করে দিল্লি, সর্বত্রই ভীষণভাবে সক্রিয় অভিষেক।

ক্যানিং থানার হোমগার্ডের রহস্যমৃত্যু

বসিরহাট থেকে অবশেষে গ্রেফতার অভিযুক্ত সাব ইনস্পেক্টর সায়েন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জানুয়ারিঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে মহিলা হোমগার্ডের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় অবশেষে বড় সাফল্য পেলে তদন্তকারী দল। বেশ কয়েকদিন অধরা থাকার পর অবশেষে গ্রেফতার ক্যানিং থানার

ঘটেছিল, তা স্পষ্ট করতে সায়েন ভট্টাচার্যকে জেরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা মহিলা হোমগার্ড গুলজান পারভিন মোল্লা ওরফে রেশমির দেহ উদ্ধার হয়েছিল ক্যানিং থানার পুলিশ কোয়ার্টার থেকে। সেই ঘটনার পর থেকেই



সাব-ইনস্পেক্টর সায়েন ভট্টাচার্য। তিনি এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগর থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। গ্রেফতারির পর অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিককে পেশ করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। তদন্তকারীদের মতে, মহিলা হোমগার্ডের মৃত্যুর নেপথ্যে কী

এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরিবারের পক্ষ থেকে প্রথম থেকেই থুনের অভিযোগ তোলা হয় থানারি ওই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে। রেশমির পরিবারের কাছে এই মৃত্যু নতুন করে গভীর ট্র্যাজেডি হয়ে এসেছে। মাত্র দু বছর আগে পঞ্চায়তি ভোটের সময় ভাঙড়ে খুন হন তাঁর বাবা রশিদ মোল্লা। সেই ঘটনার পর বিধায়ক শওকত মোল্লার উদ্যোগে পরিবারের বড় মেয়ে অগ্রগতির দিকে এগান তাকিয়ে

শুকোয়ানি - তার মধ্যেই মেয়ের রহস্যমৃত্যুতে ভেঙে পড়ছে পরিবার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার মৌখালি এলাকার বাসিন্দা রেশমি সপ্তসূত্রে ক্যানিং থানার পুলিশ কোয়ার্টারে থাকতেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার ডিউটি শেষ করে তিনি থানার পিছনের কোয়ার্টারে যান। তারপর আর থানায় তাঁকে দেখা যায়নি। পরিবারের সদস্যরা বহুবার ফোন করেও রেশমির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। পরে তাঁর বোন রুকসানা খাতুন কোয়ার্টারে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখেন, ওড়না গলায় পঁচোনো অবস্থায় সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে রেশমির দেহ। তাঁর চিংকারে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ক্যানিং থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। মৃত্যুর পরিবার স্পষ্টভাবে দাবি করেছে, রেশমি অস্বহস্তা করতে পারেন না। পরিবারের অভিযোগ, ক্যানিং থানার ওই সাব-ইনস্পেক্টরের সঙ্গে তাঁর প্রেমঘটিত সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসার আশঙ্কা থেকেই তাঁকে খুন করে অস্বহস্তার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তদন্তের অগ্রগতির দিকে এগান তাকিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দারা।

সভাপতির পদ ছাড়লেন অনিকেত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জানুয়ারিঃ জুনিয়র উল্টার ফ্রন্টের বোর্ড অফ ট্রাস্ট এবং ট্রাস্টের সভাপতির পদ ছাড়লেন চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো। মূলত আরজি করার ঘটনার পরেই বিচার চেয়ে এম মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ‘শ্রেট কালচার’-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে এক ছাত্রের তলয়া এসেছিলেন জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশ। সকলকে একত্রিত করার অনাগত কারিগর ছিলেন অনিকেত। তৈরি করা হয় ‘পশ্চিমবঙ্গ জুনিয়র উল্টার ফ্রন্ট’। সেই ট্রাস্টের সভাপতি ছিলেন অনিকেত মাহাতো। সূত্রের খবর, সংগঠনের পরিবেশ, পরিচালনা ও কর্মপদ্ধতি পছন্দ করছেন না তিনি। সাক্ষ জানিয়েছেন, যেভাবে ফ্রন্টের কাজ চলছে, তা অগণতান্ত্রিক এবং অনুযায় ন্যায়বিচারের দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ২০২৪ সালের আগস্টে আর জি কর হাসপাতালের সেমিনার রুমে শূন্যসভাবে ধর্ষণের পর খুন করা হয় মহিলা চিকিৎসককে। তাঁর ন্যায়বিচারের দাবিতে কঠোর আন্দোলন শুরু করেন সহপাঠীরা। সিবিসাই তদন্তভার নিয়ে খুব কম সময়ের মধ্যেই মামলার ফিলাফি করে ফেলে। দেবী সাব্যস্ত হওয়ায় বাবজীবন কারাবাসে সাজা পায় সিভিক ডোমাস্ট্রিয়ার, হাসপাতালের অস্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী সঞ্জয় রায়। কিন্তু এই বিচারে সন্তুষ্ট হননি মৃত্যুর পরিবার, আত্মীয়, বন্ধুরা। তাঁদের অভিযোগ, কিছু বিষয় গোপনে রেখে, কাউকে আড়াল করে বিচারপ্রক্রিয়া চলছে। আর তাই আজও তাঁদের আন্দোলন চলছে দেশের শীর্ষ আদালতে। অন্যতবস্থায় অস্বাভাবিক আইনি লড়াইয়ের খরচ সংগ্রহ করতে জুনিয়র উল্টার ফ্রন্ট তৈরি করেছিল ‘অভয়া তহবিল।’ এই তহবিল নিয়েই যত সমস্যার সূত্রপাত। আর্থিক তহররূপের অভিযোগ গঠার পাশাপাশি ফ্রন্টের আন্দোলনের অভিমুখ বদলাচ্ছে বলেও অনেকে বলতে শুরু করেন। এবার এই ইস্যুতেই ইফসা দিলেন ফ্রন্টের সভাপতি অনিকেত মাহাতো। ইফসার তিন জন সদস্যের বাকলি নিয়েও প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন। ফ্রন্টের অসঙ্গতি নিয়ে বারবার নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেও তাঁর কথায় কর্পণের করেনি কেউ। এই মুহূর্তে অনিকেতের মনে হয়েছে, ট্রাস্ট ও এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক না করে, আইনি পরামর্শ উপেক্ষা করে যেভাবে ফ্রন্ট গঠন হয়েছে, তা অস্বাভাবিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানেন প্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার দেশবাসীকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি সকলের জন্য একটি চমককার ২০২৬ সাল কামনা করেছেন।সোশ্যাল মিডিয়া এক্স মাধ্যমে শেয়ার করা এক বাতায় প্রধানমন্ত্রী জানান, সকলের জন্য একটি চমৎকার ২০২৬ সালের শুভেচ্ছা। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, নতুন বছর সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। তিনি বলেন, তিনি মানুষের প্রচেষ্টায় সাফল্য এবং তাদের সমস্ত কাজে পরিপূর্ণতার জন্য প্রার্থনা করেন। প্রধানমন্ত্রী সমাজে শান্তি ও সুখের জন্যও প্রার্থনা করেন।

পুষ্পে নিযন্ত্রণ রেখা সংলগ্ন এলাকায় ড্রোন থেকে ফেলা সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার

পুষ্প, ১ জানুয়ারি : জন্ম ও কাশ্মীরের পুষ্প জেলার চকা দা বাগ এলাকায় নিযন্ত্রণ রেখা (এলওসি) সংলগ্ন অঞ্চল থেকে সন্দেহজনক ড্রোন থেকে ফেলা জিনিসপত্র উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত নজরদারির সময় একে একটি সন্দেহজনক ব্যাগ নজরে আসে। সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে ডাকা হোকী ধরনের সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী।

মাঠে ওড়িশা সফরে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী



ভুবনেশ্বর, ১ জানুয়ারি : কংগ্রেসের বিরোধ নেত্রী ও সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আগামী মার্চ মাসে ওড়িশা সফর করবেন। বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছেন ওড়িশা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (পিসিসি) সভাপতি ভক্ত চরণ দাস।পিসিসি সভাপতি জানান, কংগ্রেস রাজ্যের ১০টি জেলায় মহিলা সম্মেলনের আয়োজন করতে চলেছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ওড়িশা সফরে এসে রাজ্যন্তরের একটি বৃহ মহিলা সম্মেলনে ভাষণ দেবেন। তিনি আরও জানান, এই সম্মেলনগুলির মূল উদ্দেশ্য হল মহিলাদের সংগঠিত করা, তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবিদাওয়া তুলে ধরা এবং দলের নীতি ও কর্মসূচি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

জয়সলমীর সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, ধৃত পাকিস্তানি



জয়সলমীর, ১ জানুয়ারি : রাজস্বানের জয়সলমীর জেলার সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ড অনুপ্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে এক পাকিস্তানি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার জানা গেছে, নাচানা এবং নোখ সেক্টর সংলগ্ন এলাকা দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করার সময় ওই ব্যক্তিকে হাতেনাতে আটক করেন বিএসএফ জওয়ানেরা। বছর পঁয়ত্রিশের ওই ব্যক্তি নিজের নাম ও বারার নাম জানিয়েছেন। বলেছেন, পাকিস্তান পাল্লার প্রদেশের সারগোদা জেলার বাসিন্দা তিনি। তাঁর কাছে পাকিস্তানি টাকা, একটি ছুরি এবং কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে আটক হওয়ার সময়। বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথায্যত ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও দাব্য বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম অ্যাক্টে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ইংরেজি নববর্ষের সূচনায় সংস্কৃত সুভাষিতমে জীবনের লক্ষ্য ও মূল্যবোধের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : ইংরেজি নতুন বছর ২০২৬-এর প্রথম দিনে দেশবাসীর উদ্দেশে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে সংস্কৃত সুভাষিতমের মাধ্যমে জীবনের লক্ষ্য ও মূল্যবোধের কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বছরের সূচনালগ্নে ইতিবাচক ভাবনা ও আত্মসমালোচনার আহ্বান জানাতে প্রধানমন্ত্রী এদিন তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে একটি সংস্কৃত সুভাষিতম ভাগ করে নেন, যেখানে মানবজীবনের সার্থকতা নির্মাণে জ্ঞান, নিরপেক্ষতা ও নৈতিক শক্তির গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী প্রায় প্রতিদিনই তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃতি ও প্রজ্ঞার নানা দিক দেশবাসীর সঙ্গে ভাগ করে নেন। ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনেও সেই ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এদিনের বাতায় তিনি যে সংস্কৃত সুভাষিতমটি উল্লেখ করেছেন, তাতে জীবনের লক্ষ্য অর্জনে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, সাহসিকতা ও আত্মনির্ভরশীলতার মতো মূল্যবোধের কথা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাতায় ইঙ্গিত দেন, ব্যক্তিগত সাফল্য



কেবল বাহ্যিক অর্জনে সীমাবদ্ধ নয় বরং অন্তর্গত শক্তি, ধৈর্য ও সুবিবেচনার সমন্বয়েই গড়ে ওঠে প্রকৃত উন্নতি।প্রধানমন্ত্রীর শেয়ার করা সুভাষিতমে বলা হয়েছে, জ্ঞান মানুষকে পথ দেখায়, নিরপেক্ষতা বিচারবোধকে শুদ্ধ রাখে এবং সম্পদ তখনই কল্যাণকর হয়, যখন তা নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত থাকে। সাহসিকতা ও শক্তি মানুষের সংকট মোকাবিলার ক্ষমতা বাড়ায়, আর সার্থম ও দক্ষতা পরিশ্রমকে ফলপ্রসূ করে তোলে। একই সঙ্গে স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা মানুষকে অতীত থেকে শিক্ষা নিতে সাহায্য করে, যা

ভবিষ্যৎতের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়ে ওঠে। আত্মনির্ভরশীলতা ও প্রতিভা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে, আর ষের্য ও সুবিবেচনা তাড়াহুড়োয় ভুল সিদ্ধান্ত থেকে মানুষকে রক্ষা করে- এই ভাবনাগুলিই সুভাষিতমের মূল সূর হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। নববর্ষের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বাতাঁ দেশবাসীর মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। অনেকেই সামাজিক মাধ্যমে তাঁর পোস্টটি শেয়ার করে মন্তব্য করেছেন যে, বছরের শুরুতে এমন দার্শনিক ও অনুপ্রেরণামূলক বার্তা ব্যক্তিগত

স্টুডেন্টস উইকের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : রাজ্যের সকল ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জানাই স্টুডেন্টস ডে’ তথা আজ ‘স্টুডেন্ট সাউইক’-এর সূচনার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। সোশ্যাল মিডিয়ায় জানানো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়তিনি জানান, ২০২২ সাল থেকে বছরের এই প্রথম দিনটিকে আমরা ‘স্টুডেন্টস ডে’ হিসেবে এবং বছরের প্রথম সপ্তাহকে ‘স্টুডেন্টস উইক’ হিসেবে পালন করছি। এইভাবে বছরের প্রথম সাপ্তাহি দিন আমরা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উৎসর্গ করছি। দেশগণনে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকাকে সম্মান জানিয়েই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।ছাত্রজীবন জীবনের অন্যতম

সেরা সময়। আমি চাই সব ছাত্রছাত্রীরা যেন জীবনের এই অমূল্য সময়টাকে প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারে। তাই আমরা চালু করেছি বিভিন্ন স্কলারশিপ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা।চালু করা হয়েছে ‘কন্যাশ্রী ‘সবুজ সাথী’, ‘ত্রৈকাত্ত্রী ও সংখ্যালঘু স্কলারশিপ, ‘শিক্ষাত্রী ‘মেধাশ্রী ‘বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিস’, ‘ তরণের স্বপ্ন’, ‘স্টুডেন্টক্রেডিট কার্ড’, বিনামূল্যে স্কুলের বই, ড্রেস, জুতা, ব্যাগ যা এখন সারা দেশের মডেল। এই সব প্রকল্পে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা সব মিলিয়ে ২৭.৪৬ কোটিরও বেশি বেনিফিট পেয়েছে। এর জন্য আমাদের রাজ্য সরকার খরচ করেছে প্রায় ৫৯,০০০ কোটি টাকা।এর

বাইরে রাজ্যে শিক্ষা পরিকাঠামো উন্নয়নে আমাদের সরকার খরচ করেছে ৬৯,০০০ কোটি টাকা। ২০১১ সালের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নার্সিং কলেজ, বি এড কলেজের মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে।হাজারেরও বেশি। ৭ হাজারেরও বেশি নতুন স্কুল, ২ লক্ষেরও বেশি অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ। রাজ্যে বহু বাংলা মাধ্যম স্কুলের পাশাপাশি ৬৮২টি সাঁওতালি মিডিয়াম স্কুল করা হয়েছে। ২০০টি রাজবংশী ও কামতাপুরী মিডিয়াম স্কুল হচ্ছে। এছাড়া, ৪ হাজারেরও বেশি ইংরেজি হিন্দি, উর্দু নেপালি উড়িয়া তেলুগু মিডিয়াম স্কুল চলছে। সমস্ত স্কুলে পানীয় জল ও

শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১০০ স্কুলে মিড-ডে-মিল চালু করা হয়েছে।এসবের ফলে ২০২৩ সাল থেকে রাজ্যে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে কোনো স্কুলছুটও নেই। এটা আমাদের বিরাট সাফল্য।এর পাশাপাশি, ভবিষ্যৎতে ছাত্রছাত্রীদের ভালোর কথা ভেবে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রমে যুগোপযোগী পরিবর্তন এনেছি। নতুন নতুন বিষয় যেমন Artificial Intelligent, Machine learning, Data Science ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেমিস্টার ও চালু করা হয়েছে। স্নাতক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়াকে সরলীকরণের লক্ষ্যে Centralized Admission Portal চালু করছি।

পালিত হল কল্লতরু উৎসব, কাশীপুর ও দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের ঢল



কলকাতা, ১ জানুয়ারি : প্রতি বছরের মতো এই বছরেও পয়লা জানুয়ারি পালিত হল কল্লতরু উৎসব। মনে করা হয়, মহাপ্রয়াগের কয়েক দিন আগে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে এই দিনেই কল্লতরু হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। নিজের ভক্তদের সব মনোবাঞ্ছা তিনি পূরণ করেছিলেন এই দিনে। কল্লতরু উৎসবে কাশীপুর উদ্যানবাটী ও দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের ঢল নামে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, সারদা মা ও স্বামী বিবেকানন্দপ ভক্তরা এই বিশেষ দিনটি কল্লতরু দিবস হিসেবে পালন করে থাকেন। কাশীপুর উদ্যানবাটী, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি এবং বেলুড় মঠে প্রতি বছর ১ জানুয়ারি অগণিত ভক্তের ভিড় উপড়ে পড়ে। এই বিশেষ দিনে রামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নতুন বছর শুরু করেন বহু মানুষ।এই বছরও প্রতি বছরের মতোই কল্লতরু উৎসব পালন করতে অসংখ্য মানুষের সমাগন ঘটেছে। দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির, বেলুড় মঠ ও কাশীপুর উদ্যান বাটিতে। এদিন সকাল থেকে কল্লতরু উপলক্ষ্যে কাশীপুরে রামকৃষ্ণ মহাশ্মশান, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়মঠ, কামারপুকুর, আদ্যাপীঠ-সহ বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে চলছে নানা অনুষ্ঠান। সকাল থেকেই এই সব জায়গায় মানুষের ভিড় যেন উপচে পড়ছে।

নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানেন মুখ্যমন্ত্রী,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার দেশবাসীকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি সকলের জন্য একটি চমৎকার ২০২৬ সাল কামনা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স মাধ্যমে শেয়ার করা এক বাতায় মুখ্যমন্ত্রী,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সকলের জন্য একটি চমৎকার ২০২৬ সালের শুভেচ্ছা। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, নতুন বছর সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য



ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। তিনি বলেন, তিনি মানুষের প্রচেষ্টায় সাফল্য এবং তাদের সমস্ত কাজে পরিপূর্ণতার জন্য প্রার্থনা করেন। প্রধানমন্ত্রী সমাজে শান্তি ও সুখের জন্যও প্রার্থনা করেন।

কল্লতরু উৎসবে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : নতুন ইংরেজি বছরের প্রথম দিনেই - কল্লতরু উসবা বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপলক্ষে এক্স হ্যাশটলে এক বাতায় লিখেছেন যে, - সকলকে জানাই পবিত্র কল্লতরু উসবের শুভেচ্ছা। উল্লেখ্য, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কামারহাটি পুরসভার অধীনে রয়েছে দক্ষিণেশ্বর। সেখানে মা ভবতারিণী মায়ের মন্দির। অতি নিকটেই কাশীপুর উদ্যানবাটি। আজকের দিনেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কল্লতরু হয়েছিলেন। ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতেই সেদিন অকাতরে বিলি করেছিলেন। সেই থেকে আজকের এই দিনটিতে ভক্তদের সমাগন ঘটে। ভবতারিণী মন্দিরে এদিন ভোররাত থেকেই আনাগোনা শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি থেকেই কল্লতরু দিবস(উৎসব) এর সূচনা হয়।

পুতিনের বাসভবনে ইউক্রেনের ড্রোন হামলার অভিযোগ ওড়াল সিআইএ



ওয়াশিংটন, ১ জানুয়ারি : পুতিনের বাসভবনে ইউক্রেনের ড্রোন হামলার অভিযোগ ওড়াল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ) রাশিয়া দাবি করে, রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনের বাসভবন লক্ষ্য করে ড্রোন হামলার চেষ্টা চালিয়েছিল ইউক্রেন। তা খরিজ করেছে সিআইএ।মার্কিন গোয়েন্দা আধিকারিকদের মতে, ক্রেমলিনের অভিযোগের পর সিআইএ ড্রোন হামলার বিষয়টি পর্যালোচনা করে এবং দেখে যে ইউক্রেন সাম্প্রতিক কোনও হামলায় পুতিনের বাসভবনকে উদ্দেশ্য করে করেনি।একটি প্রখ্যাত মার্কিন সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, সিআইএ-র ডিরেক্টর জন র‍্যাটক্লিফ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এই বিষয়ে অবহিত করেছেন।উল্লেখ্য, রাশিয়া ওই হামলার অভিযোগ তুললেও ইউক্রেন তা প্রথম থেকেই অস্বীকার করে আসছে। যদিও ডিডিও প্রকাশ করে মস্কো দাবি করেছে, ৬ কেজি বিস্ফোরক বোরাই একের পর এক ড্রোন দিয়ে পুতিনের বাসভবনে হামলা চালানো হয়েছিল গত ২৮ ডিসেম্বর রাতে। সব মিলিয়ে ৯১টি ড্রোন রাশিয়ায় পাঠিয়েছিল ইউক্রেন।

নববর্ষে সাদা চাদরে ঢাকা কাশ্মীরের পর্যটন কেন্দ্র, ভিড় পর্যটকদের

শ্রীনগর, ১ জানুয়ারি : নতুন বছরের শুরুতেই কাশ্মীরের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র ও উপত্যকার উঁচু এলাকায় তুষারপাতের ফলে বরফের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পর্যটকদের ঢল নামে । গুলমার্গ, পথেহলম ও সোনমার্গে রাতভর তুষারপাত হয়েছে, যা বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।এছাড়া গুরুজের তুলাইল উপত্যকা, বান্দিপোরার রাজদান টপ, কুপওয়ারার মাল্জি ও সাধনা টপ এবং জোজিলা গিরিপথেও তুষারপাত হয়েছে। বৃহস্পতিবার আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব ধীরে ধীরে কটিলেও শুক্রবার কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টি বা তুষারপাত হবে পারে।আবহবহিদদের মতে, তুষারপাত সত্ত্বেও চলতি শীতকাল অস্বাভাবিকভাবে উষ্ণ রয়েছে।



উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনা ১.২ থেকে ৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। তুষারার রাতের শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গুলমার্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছিল মাইনাস ৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।বর্তমানে কাম্ধারী উপত্যকা ‘ চিল্লাই নামে পরিচিত ৪০ দিনের তীব্র শীতের সময় অতিক্রম করছে। এই সময়ে সাধারণত ভারী তুষারপাত হয়, তবে এখনও উপত্যকার সমতল এলাকায় তুষারপাত হয়নি।

রাশিফল

মেঘঃঅত্যধিক দৃষ্টিস্তা এবং চাপ আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারে। আপনার উচিত মানসিক স্বচ্ছতা রক্ষার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলা। বিনিয়োগের যে স্কিমগুলো আপনার কাছে আকর্ষণীয় লাগছে সেগুলো খুটিয়ে দেখুন- কথা দেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। শুভ দিন হবে আজ বৃষঃ নিজেকে কিছু খেলাধুলায় নিয়োজিত করুন যেহেতু এটি হল চিরস্থায়ী যৌবনের গোপন কথা। আজ, আপনাকে এমন বন্ধুরা থেকে দূরে থাকা দরকার যারা আপনাকে অর্থ ঋণ দিতে বলে এবং তারপরে এটি ফেরত দেয় না। যাঁদের সাথে আপনি কদাচি সাক্ষা করেন তাদের সাথে যোগাযোগের ভালো দিন।

মিথুনঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্প্রসারিত হওয়া উভেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। বিবাহের মেগা হবে **কর্কট রাশি**ঃব্যস্ত সময়সীমী সত্ত্বেএ নিঃসহঃমানসিক আশঙ্কা আপনাকে বিচলিত করতে পারে। ইতিবাচক চিন্তা এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখা এটিকে দূরে সরিয়ে রাখবে। আজকে করা বিনিয়োগ আপনার সমৃদ্ধি এবং আর্থিক নিরাপত্তা বাড়িয়ে তুলবে। সঙ্গারে শান্তি হবে **কন্যা** ঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্প্রসারিত হওয়া উভেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। একে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিশায় রাখতে আপনার জীবন শৈলী পরিবর্তন করার সঠিক সময়। শুভ রং **লাল তুলাঃ** আপনার প্রবল সহনশীলতা এবং নীতিকতা ভীষণভাবে মানসিক ক্ষমতার উন্নতি করবে। এই গতি ধরে রাখুন যাতে যেকোনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আপনাকে উৎসাহিত করে। আর্থিক উন্নতি। **বৃশ্চিকঃ**একটি খুশির সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর। আপনি আজকে ভাল অর্থ উপার্জন করবেন- কিন্তু এটিকে আপনার হাতের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে দেনেন না। বিবাহের যোগ। **শনুঃ** গর্ভবতী মায়েরদেব জন্য খুব একটা ভালো দিন নয়। ছাঁচের সময় আপনার আরো সতর্ক থাকা উচিত। আপনি যদি কোনও ঋণ নিতে চলেছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তবে আজকের দিনটি আপনার ভাগ্যবান। ব্যবসায় সাফল্য হবে ।

মকরঃআপনার নিজের যত্ন নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা অন্যদের প্রয়োজন হস্তক্ষেপ করবে- আপনার অনুভূতিগুলিকে আটকে রাখবেন না এবং আরাম করার জন্য আপনি যা করতে চান সেই সবকিছুই করুন। বিশেষ যাত্রা শুভ দিন হবে **কুন্তঃ**অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহচর্যে এক বড় উসাহদান করবে। সংসারে শান্তি । **মীনঃ**আপনার রসিক আত্মীয়স্বজন আপনার দুশ্চিন্তা দূর করবে আর আপনাকে কাঙ্খিত মুক্তির স্বাদ দেবে। এরকম আত্মীয় থাকার জন্য আপনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবেন। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা রাখুন। ব্যবসায় সাফল্য আজ হতে পারে এবং বিদেশ ভ্রমণ শুভ দিন হবে।মানসিক আশঙ্কা আপনাকে বিচলিত করতে পারে আজকে। ব্যবসায় সাফল্য হতে পারে আজকে

আবহাওয়া

হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, উদ্ভুরে হাওয়ার পথে এই মুহূর্তে কোনও বাধা নেই। ফলে রাজ্য জুড়ে অপর্যে তা প্রবেশ করছে। তার প্রভাবেই শীত বাড়িয়ে হার্বা অফিসের পূর্বাভাস বলছে, দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বাড়তে পারে। নতুন বছর থেকেই পারদ চড়তে পারে দুই থেকে তিন ডিগ্রি। ১ তারিখ অর্থা বৃহস্পতিবার, নতুন বছর থেকেই দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই কুয়াশার দাপট বাবে। সেইসঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতে তাপমাত্রা ২ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দিনের তাপমাত্রাই উষ্ণমুখী হবে। উত্তরবঙ্গেও বৃহস্পতিবার কুয়াশার সম্ভাবনা। কেচিবিহার, জলপাইগুড়ির মতো জায়গায় বিকেলের দিকে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা প্রায় শূন্য নেমে যাচ্ছে। আগামী কয়েকদিন দার্জিলিংয়ে বিষ্কণ্ডভাবে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে কুয়াশার দাপট থাকবে। কন্মবে দৃশ্যমানতাও। পাশাপাশি কয়েকদিন জলপাইগুড়ি, আল্পিপুরদ্বার ও কালিঙ্গপংয়েও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-ভাটা ৭টা ১২মিনিট এবং ৯রাত ১১টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ২টা ৫০মনিট এবং রাত ০৩টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয়ঃ সকাল ৬টা ১৭মিনিটে হতে পারে এবং অস্তঃ যাবে আজ ৫টা ০৪মনিটে হতে পারে ।

জয়নগরের মোয়ার প্যাকেটে এবার কিউ আর কোড আনলো জয়নগরের এক মোয়া ব্যবসায়ী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১ জানুয়ারি : নিম্নের দরবারে সমাপ্ত জয়নগরের মোয়া। আর এবার জয়নগরের মোয়াকে আরো এক



ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল জয়নগরের এক মোয়া ব্যবসায়ী তরুণ যুবক রাজেশ দাস। আপনি ৫০০ বা ১ কেজি মোয়া কিনলেই সেই বস্ত্রের গায়ে থাকবে একটি কিউআর কোড যা আপনার মোবাইলে একবার স্ক্যান করলেই আপনি জানতে পেরে

যাবেন মোয়ার গুণগত মান এবং কিভাবে তৈরি হয়েছে এই মোয়া তার সাথে কতদিন থাকবে এই মোয়া। আর এই সব কিছুই উঠে আসবে আপনার মোবাইলে স্ক্রিনে। আর তার এই অভিনব উদ্যোক্ষে স্বাগত জানিয়েছে ক্রেতারা। বাঙালির শীতকাল মানেই জয়নগরের মোয়া। শীতের পরশ গায়ে মেখে বাঙালির খাদ্যের অন্যতম সঙ্গী জয়নগরের মোয়া। শীত পড়বে অথচ বাঙালি জয়নগরের মোয়া খাবে না তা হতেই পারে না। এই জয়নগরের নাম ভাঙিয়ে কত জায়গায় যে মোয়া তৈরির রমরমা তার ইয়ত্তা নেই। আর তার জন্যেই এই বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন জয়নগরের এই মোয়া ব্যবসায়ী। কনকচূড় ধানের খই, নলেন গুড় আর গোয়া ঘি দিয়ে

বিশ্ব হিন্দু সনাতন বোর্ড পশ্চিমবঙ্গে নতুন নেতৃত্ব ঘোষণা করল, ঐক্য, সেবা ও অরাজনৈতিক সমাজসেবার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : বিশ্ব হিন্দু সনাতন বোর্ড সোমবার কলকাতায় আয়োজিত এক সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য তাদের নতুন নেতৃত্বের ঘোষণা করছেন। এই ঘোষণা রাজ্যজুড়ে সংগঠনের সাংগঠনিক উপস্থিতি ও সামাজিক উদ্যোগ আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের আন্তর্জাতিক সভাপতি ডা. বীরেন দাভো। সংবাদমাধ্যমকে সম্বোধন করে ডা. বীরেন দাভে আনুষ্ঠানিকভাবে নবনিযুক্ত পদাধিকারীদের পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন- সৌরিন দত্ত রাজা সভাপতি (পশ্চিমবঙ্গ), অনুরাগ মজুমদার রাজ্য সম্পাদক, সৌভিক বিশ্বাস যুগ্ম সম্পাদক এবং হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় নগর সভাপতি, কলকাতা। পাশাপাশি জাতীয় স্তরে ডা. অভয় তিওয়ারি জাতীয় যুগ্ম সম্পাদক, মিকু সোনি জাতীয় কার্যনির্বাহী সদস্য এবং শ্রী শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন। এই ঘোষণার মাধ্যমে সমন্বিত বিকাশ ও বৃহত্তর সামাজিক প্রভাবের একটি নবতর ও সুসংগঠিত নেতৃত্বের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। ডা. বীরেন দাভে বলেন, বিশ্ব হিন্দু সনাতন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিন্দু সমাজকে একবদ্ধ করা, সামষ্টিক চেতনার জগরণ ঘটানো এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গঠনমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে মানবসেবার আত্মনিয়োগ করার মূল উদ্দেশ্যে। তিনি উল্লেখ করেন, সংগঠনটি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সমাজক্যাূণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করে, যার মধ্যে রয়েছে চিকিসা শিবির ও রক্তদান শিবির, যোগ ও সুস্থতা বিষয়ক উদ্যোগ, গো-রক্ষা কার্যক্রম এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যকলাপ। বোর্ডের অরাজনৈতিক চরিত্রের ওপর জোর দিয়ে ডা. দাভে স্পষ্টভাবে জানান যে এই সংগঠন কোনো



অবস্থান গ্রহণ করে। সংগঠনের বৈশ্বিক উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে ডা. বীরেন দাভে জানান, বিশ্ব হিন্দু সনাতন বোর্ড কেবল ভারতেই নয়, নেপাল, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকাতেও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। অভিন্ন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ গড়ে তোলা হচ্ছে। যুবসমাজের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, বোর্ডের লক্ষ্য হল নতুন প্রজন্মকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত করা। অনুষ্ঠানের শেষে শান্তি, সামাজিক সম্প্রীতি ও অর্থহন সমাজসেবার জন্য এক যৌথ আহ্বান জানানো হয়, যখন নতুন নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বোর্ডের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সকাল থেকেই দর্শনার্থীদের ঢল কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন বাড়িতে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার ছিল ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন। ইরাজি বছরের

মদনমোহন বাড়িতে। শুধু কোচবিহারবাসী নয় আশেপাশের জেলা সহ নিম্ন আসামের প্রচুর



প্রথম দিন জানো হার মানালো বাঙালির নববর্ষকে। সকাল থেকেই দর্শনার্থীদের ঢল কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন বাড়িতে। যদিও বাংলা হোক বা ইংরেজি বছরের শুরুটা কোচবিহারবাসী তাদের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন মন্দিরে পূজা দিয়েই শুরু করেন। বেলা বাড়তেই তিল ধরনের জাগাগা ছিল না কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর

মানুষ ইংরেজি বছরের প্রথম দিন বাবা মদনমোহন দেবের পূজো দিয়েই বছর শুরু করলেন। যদিও এতটা ভিড় আশা করেনি মন্দির কর্তৃপক্ষ। সাধারণত ১৫ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের দিন মদনমোহন বাড়িতে তিল ধরনের জাগাগা থাকে না। ২০২৬ ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন বেলা ১১টা নাগরিকের পেছনে ফেলে দিল। সম্ভবতই

মন্দিরের সামনে বসে থাকা দোকানিরা ভোজয় খুশি। অন্যান্য আর্থ আয়ের চেষ্টায় দিনের থেকে বছরের প্রথম দিন তাদের উপার্জনের মাত্রা পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে। কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন মহিঃদহের বিপরীতে তৈরি হয় সংদেশ এই সন্দেশ কোচবিহারের আর কোথাও পাওয়া যায় না। স্বভাবতই বর্ষবরণের দিন প্রত্যেক দোকানিই নিঃশেষিত সেই সন্দেশ। অপরদিকে পুরোহিতদেরও যেন নিশ্বাস নেওয়ার সময় নেই। সকাল থেকেই ভক্তবৃন্দের ভিড়ে ঠাসা এই মদনমোহন মন্দিরের পূজারীরাও চরম ব্যস্ত। অপরদিকে মন্দিরে আসা ভক্ত বৃন্দদের প্রণামীয় যেন আজ উপচে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরের বড়বাড় জয়ন্ত ভট্টাচার্য বলেন - এতটা ভিড় অন্যান্য বছর দেখতে পাওয়া যায় না এবং যেন সব রেকর্ড ফেল হয়ে গেছে। তিনি বলেন আমরা এতটা ভিড় আশা করিনি তবে আগামী বছর থেকে যাতে কোন সমস্যা না হয় সে

নাগরিকত্ব ইস্যুতে শঙ্কার মেঘ! এসআইআর পর্বে মতুয়া রাজবংশী অসন্তোষে কি ব্যাকফুটে গেরুয়া শিবির?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : সপ্টলেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে রাজ্য বিজেপির বিধায়ক ও সাংসদদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ঘিরে যুববার থেকেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জের চ্যা। কারণ, এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন দলের একাধিক প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি। বিশেষ করে মতুয়া ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতি রাজ্য বিজেপির অন্দরে নতুন করে অশান্তি বাড়িয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না মতুয়া গোষ্ঠীর দুই পরিচিত মুখ বনগার বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর এবং তার ভাই, বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর। একই সঙ্গে বৈঠকে দেখা যায়নি বনগারিদের একাধিক অঙ্গীয় সরসরাকরও। ফলে মতুয়া গা হিসেবে পরিচিত বনগা এলাকার তিন জনপ্রতিনিধির একযোগে অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। শুধু মতুয়াই নয়, বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বিজেপির রাজসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজও। রাজ্য বিজেপির অগ্রদূত এই অনুপস্থিতিকে নিচ্ছে কতটালীয় বলে মানতে নারাজ দলের একাংশ। তাদের মতে, এসআইআর সংক্রান্ত পরিস্থিতিতে মতুয়া ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, তারই প্রতিফলন এই বৈঠকে বয়কট দীর্ঘনিদি ধরেই মতুয়াদের ভোটবিধার ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অসন্তোষ জমছে। তাদের তরফে বারবার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি বলেই ক্ষোভ বেচেছে মতুয়া নেতৃত্বের মধ্যে। দলের অন্দরে খবর অনুযায়ী, এসআইআর প্রবেশ মতুয়া সমাজের মধ্যে ভোটটিকার হারানোর শঙ্কা প্রবল। সেই পরিস্থিতিতে বিজেপির উপর চাপ বাড়ানোর কৌশল হিসেবেই শাহর বৈঠকে মতুয়া গড়ের জনপ্রতিনিধিরা অনুপস্থিত

থেকেছেন বলে মনে করছেন অনেকেই। বিজেপির একাংশের মতে, এই অনুপস্থিতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে মতুয়া ও রাজবংশী ভোটদায়ককে আর উপেক্ষা করা যাবে না। রাজসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বিজেপির সঙ্গে তার সম্পর্কের টানাপোড়েনে নতুন নয়। অতীতেও একাধিকবার রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে তার দূরত্ব প্রকাশ্যে এসেছে। এবার সেই ফাটল আরও স্পষ্ট হারি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও দলীয় সূত্রে দাবি, অনন্ত মহারাজকে বৈঠকে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে বৈঠকের নির্দিষ্ট স্থান জানানো হয়নি। ফলে তিনি বেঠোকে যোগে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেখানে বৈঠকে পারেননি। এই অনুপস্থিতিকে ঘিরে বিরোধী শিবিরও কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, মতুয়াদের নেতারা কি আর মুখ দেখাতে যাবেন? বিজেপির তা এখন বিশ্বদে পড়েছেন। আজ কলকাতায় মুখরঞ্চায় আসেননি শান্তনু, সুব্রত, অসীমবাবুরা। এখানে এলো বিজেপির লোকদের কী বলতেন? আবার হোটেলো গিয়ে মিটিং করে এলাম, খেয়ে এলাম-এই কথা বলবেন? কুণাল ঘোষের এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক তত্ত্বজ্ঞ আরও তীব্র হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, মতুয়া ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ বিজেপির প্রতিশ্রুতিতে হতাশ এবং সেই হতাশার প্রতিক্রমাই নেতাদের অনুপস্থিতি। অন্যদিকে বিজেপির একাংশ অবশ্য এই পরিস্থিটিকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের দাবি, বৈঠকে না থাকা মানেই দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা নয়। তবে এই ব্যাখ্যায় দলের সব স্তরের নেতা-কর্মীরা সে সঙ্কট তা নয়।

এসআইআর এর শুনানিতে নির্বাচন কমিশনের তলব বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরীকে

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১ জানুয়ারি : এসআইআর এর শুনানিতে এবার নির্বাচন কমিশনের তলব বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরীকে। হাওড়া জেলা পরিষদের সহ-সভাপতিগণিত অজয় ভট্টাচার্যের পর দক্ষিণ হাওড়ার তৃণমূল



বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরীকেও এসআইআর এর শুনানির জন্য ৪ জানুয়ারি শুনানি কেন্দ্রে তলব করা হয়েছে। আগামী রবিবার তাঁকে সমস্ত তথ্য নিয়ে হাওড়া ময়দানের শুনানি কেন্দ্রে উপস্থিত হতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। বিএলও মারফত এই সংক্রান্ত নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। এই বিষয়ে নন্দিতা চৌধুরী জানান, তার হাওড়ার বাড়িতে বিএলও মারফত ওই হিয়ারিং এর নোটিশ পাঠানো হয়েছে। আগামী রবিবার ৪ জানুয়ারি তাঁকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে। কি কারণ তা তিনিও বুঝতে পারছেন না বলে নন্দিতা

চৌধুরী জানান। প্রসঙ্গত হাওড়ার বেশ কয়েকবারের বিধায়ক এবং সাংসদ প্রয়াত অধিকা ব্যানার্জির কন্যা নন্দিতা চৌধুরী। নন্দিতা দেবী দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়িকা এবং পাশাপাশি হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী। তিনি কার্যতই এমন হিয়ারিং এর নোটিশ পেয়ে কার্যত হতবাক। অন্যদিকে, বাম জমানায় হাওড়া জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা এবং পরপর দুটো টার্ম জেলা পরিষদের সহ-সভাপতিগণিত হিসেবে দায়িত্বভার সামলানো অজয় ভট্টাচার্যকেও আগামী ৪ জানুয়ারি হিয়ারিং ডাকা হয়েছে বলে জানা গেছে। অজয় বাবু জানান, নির্বাচন কমিশন ২০০২ সালের এসআইআর এর সঙ্গে এবারের তথ্যের মিল নেই বলে উল্লেখ করে শুনানিতে তলব করেছে। কিন্তু উল্লেখ করা কারণটা পুরোপুরি ‘ভুল’।

শিয়ালদহ-বারুইপুর শাখায় মেগা টিকিট চেকিং অভিযান, ৮২২টি মামলা ও প্রায় দু’লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : টিকিটবিহীন যাত্রা রুখতে এবং যাত্রী শৃঙ্খলা জোরদার করতে শিয়ালদহ ডিভিশনের শিয়ালদহ -বারুইপুর শাখায় মেগা টিকিট চেকিং অভিযান চালাল পূর্ব রেল। বৃহস্পতিবার এই বিশেষ অভিযানের নেতৃত্ব দেন পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার ডা. উদয় শঙ্কর বা। তার সঙ্গে ছিলেন শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার শশী রঞ্জন এবং বিশেষভাবে গঠিত বাণিজ্যিক কর্মীদের দল। রেল সূত্রে জানা হয়েছে, এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল টিকিটবিহীন ও অনিয়মিত যাত্রা বন্ধ করে নিয়মমাফিক যাত্রীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ নিশ্চিত করা। অভিযানের সময় যাদবপুর-বারুইপুর অংশে মোট ৫৬৬ জন টিকিটবিহীন যাত্রী ধরা পড়েন। এছাড়া আনবৃকড লাগেজ সংক্রান্ত ২১৮টি এবং প্রকাশ্যে থুতু ফেলার ৬৮ টি মামলা সনাক্ত করা হয়। সব মিলিয়ে মোট ৮২২টি মামলা রুজু হয়। এই অভিযানের মাধ্যমে মোট ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৩৭৫ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ডা. উদয় শঙ্কর বা। জানান, এ ধরনের বড়মামলে অভিযান যাত্রীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ তৈরি করতে সহায়ক। রেল প্রশাসনের লক্ষ্য, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও মনোরম যাত্রা পরিবেশ গড়ে তোলা, যাতে প্রকৃত যাত্রীরা কোনওরকম অসুবিধার মুখে না পড়েন।

পাসপোর্ট উদ্ধার, গ্রেফতার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর, ১ জানুয়ারি : বারুইপুরের একটি বাড়ি থেকে বিপুল সংখ্যক পাসপোর্ট উদ্ধার করলো পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর থানার খাসমাল্লিক এলাকার একটি বাড়িতে যুববার রাতে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকেই পাসপোর্ট গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় দু’জনের কাছ থেকে বারুইপুর থানার পুলিশ উদ্ধার হওয়া পাসপোর্টগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটিতে নদীয়ার বাসিন্দাদের নাম রয়েছে। পাশাপাশি বিহার ও ওড়িশার বাসিন্দাদের নামে থাকা পাসপোর্টও উদ্ধার হয়েছে। ওই পাসপোর্টগুলি তুল্যো কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় ধৃতদের নাম মেহেবুজ আলী ওরফে রাজ এবং প্রীতম বসু। মেহেবুবের বাড়ি মগরাহাট থানা এলাকায় এবং প্রীতমের বাড়ি নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায়। প্রীতম কর্মসূত্রে মুম্বইয়ে থাকতেন। তাঁরাই খাসমাল্লিক এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, বং মানুষকে বিদেশে যাওয়ার টোপ দেখাতেন ধৃতরা। তাঁদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিতেন পাসপোর্ট। এর পরে চাকরি দেওয়া তো দূরের কথা, পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যও তাঁদের থেকে টাকা চাইতেন। পুলিশের কাছে এই সংক্রান্ত অভিযোগও জমা পড়েছিল। গত সাত-আট মাস ধরে খাসমাল্লিক এলাকার বাড়িটি ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন ধৃতরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। গোটা ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, স্বরূপনগর, ১ জানুয়ারি : স্বরূপনগর থানার স্বরূপদা গ্রামের ঘটনা। মৃত্যার নাম- সুলতান সর্দার (৬০)। সুলতান সর্দার এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা, কিন্তু কাগজপত্র ঠিকমতো ছিল না। পরিবারের কথায় ২০২৫ এর ২৭ ডিসেম্বর স্বরূপনগর বিডিও অফিসে শুনানিতে গিয়েছিল, সেখান থেকে তার কাগজপত্র সমস্যার কথা জানানো হয়, সেই আতঙ্কে ডুবেছিলেন সুলতান সর্দার। বৃহস্পতিবার কাল বেলা ঋদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। পরিবার পরিজনদের কথায় এসআইআর আতঙ্কেই এই মৃত্যু।

ট্রাফিক আইন ভেঙে জরিমানার মুখে শয়ে শয়ে যুবক, ২৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : বর্ষবরণের রাতে শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে



রাখতে শক্ত হাতে মাঠে নামে কলকাতা পুলিশ। ৩১ ডিসেম্বর রাত থেকেই গোটা শহর জুড়ে ছিল কড়া পুলিশ নজরদারি। নিউ ইয়ার ইভ উপলক্ষে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য আগাম প্রস্তুতি নিয়েছিল পুলিশ প্রশাসন। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, জনসমাগমপূর্ণ এলাকা ও বিনোদন কেন্দ্র গুলিতে একাধিক নাকচ চেকিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

পাশাপাশি, ভিড় সামলাতে পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছিল। ১ জানুয়ারি কলকাতা পুলিশের তরফে

জানা গেে, বর্ষবরণের রাতে মোট ২৬৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের আইনভঙ্গ ও অ প র া ধ মূল ক কর্মকাণ্ডেও জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের দাবি,

এই তৎপরতার ফলে শহরে বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, নিউ ইয়ার ইভের রাতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪ কেজি বেআইনি বাজি উদ্ধার করা হয়েছে। একই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় ১৬.৯৫ লিটার বেআইনি দ্রব্য। পুলিশের মতে, এই বেআইনি বাজি ও মদ্যে ব্যবহার থেকেই অনেক সময় অশান্তি ও দুর্ঘটনার সূত্রপাত

ইংরেজি নববর্ষে মহিমা-নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনে যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন হলো কল্লতরু উৎসব

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১ জানুয়ারি : অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনেও যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালিত হলো কল্লতরু উৎসব। ইংরেজি নববর্ষ তথা ১ জানুয়ারি-এই বিশেষ ও পুণ্যতিথিতেই প্রভু শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেব কল্লতরু রূপে আবির্ভূত হয়ে অসংখ্য ভক্তকে আশীর্বাদ করেছিলেন বলে বিশ্বাস। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিকে স্মরণ করেই প্রতি বছর এই দিনটি বিশেষ তাপসের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। বেলুড় মঠ সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে কল্লতরু উৎসব যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসেবে নবদ্বীপ অমরেশ্বরানন্দজি মহারাজ জানান, ভেরবেলা মঙ্গল আরতির মধ্য দিয়ে দিনের অনুষ্ঠান সূচির সূচনা হয়। এরপর বিশেষ পূজা, ভজন-কীর্তন, প্রার্থনা সভা ও ধর্মীয় আলোচনা সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিনভর এই কল্লতরু উৎসব উদ্‌যাপন করা হবে। তিনি আরও বলেন,

নতুন বছরের প্রথম দিনেই কল্লতরু উৎসব পালনের মাধ্যমে ভক্তদের মধ্যে শান্তি, শুদ্ধতা ও মানবকল্যাণের বাতী। পৌঁছে দেওয়াই এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। কল্লতরু উৎসব উপলক্ষ্যে নবদ্বীপ পোশাক পরেই দিনটি বিশেষ তাপসের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী বহু এলাকা থেকে বহু অনুরাগীরা রামকৃষ্ণ মিশনে উপস্থিত হন। প্রভু রামকৃষ্ণ দেবের আদর্শ ও শিক্ষাকে হৃদয়ে ধারণ করে নতুন বছর শুরু করার প্রত্যয় নিয়েই ভক্তরা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। নববর্ষের শুভলগ্নে কল্লতরু উৎসবকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন চরম জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে এক অনন্য আধ্যাত্মিক পরিবেশ, যা ভক্তদের মননে নতুন উদ্দীপনা ও আশার আলো জাগিয়ে তুলেছে।



ভোটার তালিকায় নাম সংশোধন বা এসআইআর-এ বড় বাধা! হাইকোর্টের রায়ে বাতিল ওবিসি সার্টিফিকেটে ‘না’ বলল কমিশন

চিত্তভঞ্জিত দত্ত, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : রাজ্য জুড়ে যখন ভোটার তালিকা সংশোধনের (SIR) শুনানি চলছে তখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে অতন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, হাইকোর্টের নির্দেশে বাতিল হওয়া কোনো ওবিসি সার্টিফিকেট এসআইআর-এর কাজে নথি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দণ্ডুর সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা সমস্ত জেলাসভাক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের (ডিইও) পাঠানো হয়েছে। যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, যেসব ওবিসি সার্টিফিকেটে ২০১০ সালের পর খোঁচ দেওয়া হয়েছে এবং হাই কোর্টের নির্দেশে যোগুলি বাতিল করা হয়েছে, সেগুলি এসআইআরের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এক্ষেত্রে নির্বাচনী আধিকারিকদের বিশেষ নজর রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের তরফে। বলে রাখা যোজ্ঞান, ২০১০ সালের মার্চ মাসের পর প্রদত্ত ওবিসি শংসাপত্র বাতিলের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজেশ্বর মাস্তার নির্দেশন দেখা। কিন্তু পড়াশোনা ও চাকরির সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নথি বিবেচনা করে ওবিসি শংসাপত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্প্রতি এই অভিযোগে মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। এখানকার বিচারিক হাইকোর্টে ওবিসি শংসাপত্র বাদ দেওয়ারও আদেশন করা হয় হাই

কোর্টে। সেই মামলার শুনানিতে এসআইআরের নথি হিসাবে ওবিসি শংসাপত্র গ্রহণযোগ্যতা পাবে কি না, জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত। ২০১০ সালের মার্চ মাসের পর রাজ্যে ইস্যু করা ওবিসি শংসাপত্রগুলি কি ভোটার তালিকা সংশোধনের (SIR) কাজে বৈধ নথি হিসেবে গণ্য হবে? বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের দেওয়া সাত দিনের সময়সীমার মধ্যেই এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, হাইকোর্টের রায়ে যে সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করা হয়েছে, সেগুলি নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বা ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাবে না।

‘চৈতন্য ছোক’-ঠাকুরের সেই অভয় বাণীতেই মজেছে ভক্তরা! কল্লতরু উৎসবে ভিড় সামলাতে হিমশিম পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : নতুন বছরের প্রথম দিন, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কলকাতার ধর্মীয় ও পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে ভিড় উপচে পড়ে। দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়মঠ, কামারপুকুর, আদ্যাণীপাঠ, কাশীপুর উদ্যান-সব জায়গাতেই ভক্ত ও পর্যটকেরা পদে পদে জমেছে। বিশেষ করে কাশীপুর উদ্যানবাটি এই দিনে দর্শনাধী ও ভক্তদের জন্য অন্যতম আকর্ষণ। এ দিনেই ভক্তরা বিশ্বাস করেন, এখানে কল্লতরু হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ দেব। ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য তিনি উজ্জিয়াম-সব জায়গায় পরিপূর্ণ দিয়েছিলেন বলে কথিত। সেই বিশ্বাস থেকে প্রতি বছর ১ জানুয়ারি পালিত হয় কল্লতরু উৎসব। বৃহস্পতিবার তার থেকেই বিভিন্ন ধর্মীয় কেন্দ্রে প্রস্তুতি শুরু হয়। দক্ষিণেশ্বর মঠ, বেলুড়মঠ, কামারপুকুর, আদ্যাণীপাঠসহ বহু মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পূজা-অর্চনা, ধারাবাহিক অনুষ্ঠান এবং বিশেষ আশীর্বাদের আয়োজন করা হয়। ভক্তরা সকালে থেকেই পুজোর ডালা হাতে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। নিরাপত্তার কারণে মন্দিরগুলোতে কড়া সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশ এবং সিকিউরিটি কর্মীরা মণ্ডপে প্রবেশ ও বিহিগমনের পথে বিশেষ নজরদারি করছেন। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, যাতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল থাকে। প্রতিটি মন্দিরেই ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দের লহর লক্ষ্য করা যায়। কাশীপুর উদ্যানবাটিতে সকাল থেকেই ভক্তরা কল্লতরুর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য উৎসাহিত। এখানে ভক্তদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে দেখা যায়। কল্লতরু উৎসবের বিশেষত্ব হলো এটি শুধুই ধর্মীয় আচার নয়, বরং মানুষের আশা ও বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ। ভক্তরা এটা মনে করেন, এই দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আশীর্বাদ তাদের জীবন ও পরিবারকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে দেবে। অন্যদিকে, ইংরেজি ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনে রাজ্যজুড়ে মানুষ নতুন বছরের বছরে মেতে উঠেছেন। সকাল থেকেই ইকো পার্ক, নিক্কো পার্ক, চিড়িয়াখানা, ডিস্ট্রিয়ারি মেমোরিয়াল-সব জায়গায় পর্যটক ও সাধারণ মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। পিকনিকের আমেজে পরিবার- পরিজনসহ মানুষ বেরিয়েছেন। বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে আনন্দের পানদ চড়েছে। পরিবারের সঙ্গে হালকা খেলা, ছবি তোলা,

নেচে গেয়ে আনন্দ উপভোগ-সব মিলিয়ে নতুন বছরের শুরুটা হয়ে উঠেছে স্মরণীয়। শীতকালীন আবহাওয়া এই আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। কলকাতা শহরের তাপমাত্রা সকাল থেকেই ছিল তীব্র শীতল, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে ১১.৬ ডিগ্রিতে। ঋতুমল রোদ নেই, বাতাস শীতল। ফলে মানুষ আরও স্বাচ্ছন্দ্যে বাহিরে বেরিয়েছেন এবং স্নিক ঠাণ্ডা উপভোগ করতে পেরেছেন। শীতের সঙ্গে নতুন বছরের আনন্দ মিলিয়ে শহরের রাস্তাঘাট, পার্ক, মিউজিয়াম-সব জায়গায় পরিপূর্ণ উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। পর্যটক কেন্দ্রগুলোতেও ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ইকো পার্ক এবং নিক্কো পার্কে পরিবারের সঙ্গে শিশুদের খেলাধুলা, অমণ ও চিত্রগ্রহণের দৃশ্য চোখে পড়ছে। পার্কস্ট্রিট, ডিস্ট্রিয়ারি মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা- সব জায়গায় ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। চিড়িয়াখানায় ৩১ ডিসেম্বরের শেষ দিনে পর্যটকের সংখ্যা ছিল ২৭ হাজার ৮৪০ জন। যদিও এটি গত বছরের শেষ রবিবারের তুলনায় কম, সেই দিন সেখানে পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৭১ হাজার। নগরী এবং তার আশেপাশের এলাকায় শহরের বিভিন্ন হোটেল, রেষ্টুরে ও শপিং মলেও উৎসবের আনন্দ বিরাজ করছে। নতুন বছরের উপলক্ষ্যে বিশেষ অফার, নতুন বছরের সর্বধন্য, বিশেষ খাবারের আয়োজন-সবই মানুষের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ভিড় ও উৎসবের মধ্যেও প্রশাসন বিষয়বাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। সামগ্রিকভাবে, নতুন বছরের প্রথম দিনটি কলকাতার মানুষের কাছে কল্লতরু উৎসবেরে আধ্যাত্মিক আনন্দ এবং শহরের পিকনিক-উৎসবের সামাজিক আনন্দের মেলবন্ধন হিসেবে দেখা যায়। ধর্মীয় ও বিনোদনমূলক উভয় ক্ষেত্রেই শহরটি ছিল মানুষের প্রাণবন্ত উৎসবের কেন্দ্র। ভক্তরা আধ্যাত্মিক শান্তি ও আশীর্বাদ পেলেন, আর পরিবার-পরিজনসহ সাধারণ মানুষ নতুন বছরের প্রথম দিনটি আনন্দে উপভোগ করলেন। নববর্ষের প্রথম দিনেই কলকাতা যেন একরকম মিলনমেলো হয়ে উঠেছে-শহরের রাস্তাঘাট, মন্দির, পার্ক ও পর্যটনকেন্দ্রের প্রতিটি কোণে আনন্দ, ভিড় এবং উৎসবের পরিবেশ। নতুন বছর নতুন আশার সঙ্গে শুরু হয়েছে, আর এই আনন্দে শহরের মানুষ একসাথে মেতে উঠেছেন।

অফবিট

সংজ্ঞা বদলে পাহাড় ‘বাঁচানো’ বনাম উন্নয়ন, এই টানাপড়েনে কোন দিকে যাচ্ছে আরাবল্লীর ভবিষ্যৎ?

জি. দাস

উত্তর ভারতের পরিবেশগত মেরুণ্ড বলা হয় আরাবল্লী পর্বতকে। বিশ্বের প্রাচীনতম পর্বতমালাগুলির অন্যতম। শুধু পাহাড় নয়, এটা ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার, মরুকরণের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক ঢাল, উত্তর ভারতের জলবায়ু নিয়ন্ত্রক। দিল্লি-এনসিআরের বাতাস থেকে রাজস্থান-হরিয়ানার কৃষিভূমি-সব কিছুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই পাহাড়। ঠিক সেই আরাবল্লীকে খিঁচিই এখন আইনি ও রাজনৈতিক তরজা তুলছে। সরকার পাহাড়ের ‘সংজ্ঞা’ বদলেছে আর সেই বদল খিঁচিই প্রশ্ন উঠছে, উন্নয়নের নামে কি আরাবল্লীকে খনির জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে? সংজ্ঞা বদল কেন, আর আপত্তির উৎস কোথায়? সরকারি যুক্তি শুনতে সরল। রাজস্থান, হরিয়ানা, গুজরাত ও দিল্লি-চার রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা আরাবল্লীকে চার রকমভাবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছিল। কোথাও পাহাড়, কোথাও উঁচু জমি, কোথাও আবার বনভূমি হিসেবে চিহ্নিত। এই অসামঞ্জস্যের সুযোগ নিয়েই অঐচ্ছ খনন চলেছে-এমনই সরকারের দাবি। সেই ‘বিস্ত্রিতি’ কাটাতে কেন্দ্র একটি একক সংজ্ঞা প্রস্তাব করে- আশপাশের জমির তুলনায় ১০০ মিটার বা তার বেশি উঁচু ভূমিরূপই আরাবল্লীর অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে। সমস্যা শুরু এখানেই। পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানীদের মতে, এই সংজ্ঞা কার্যকর হলে আরাবল্লীর প্রায় ৯১ শতাংশ এলাকা-যা ঢেউখেলানো, ধীরে উঁচু-নীচু-সংজ্ঞার বাইরে পড়ে যাবে। অর্থাৎ আইনত সেই অঞ্চলগুলিতে খননের পথ খুলে যাবে। সরকার অবশ্য এই ৯১ শতাংশ সংখ্যাটিকে চ্যালেঞ্জ করেছে (যা ফরেষ্ট সার্ভিসে অফ ইন্ডিয়া-র একটি সমীক্ষা থেকে এসেছে বলে দাবি) কিন্তু বিকল্প কোনও পরিসংখ্যান এখনও সামনে আনেনি। ফলে



শেষ পর্যন্ত কতটা এলাকা খননের জন্য উন্মুক্ত হবে, সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ২০ নভেম্বর দেশের শীর্ষ আলালত পাহাড়ের নতুন সংজ্ঞা গ্রহণ করে। আর তার পর থেকে শুরু প্রবল প্রতিবাদ। কেন আরাবল্লী ‘স্পর্শকাতর’? পরিবেশগত ঝুঁকির অঙ্ক আরাবল্লীর গুরুত্ব শুধু পাহাড় হিসেবে নয়। এটি উত্তর ভারতের একটি প্রাকৃতিক ‘বাফার’ পশ্চিমের খর মরুভূমির বিস্তার ঠেকাতে এই পর্বতমালা কার্যত দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। ভূগর্ভস্থ জল, নদীর উৎস রক্ষা, জীববৈচিত্র্য-সবই

নির্ভরশীল এই পাহাড়ের উপর। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, ব্যাপক খনন হলে দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের বায়ুদূষণ আরও ভয়াবহ আকার নেবে। ইতিমধ্যেই যেখানে শীত এলেই বিষাক্ত ধোঁয়ায় ঢেকে যায় রাজধানী, সেখানে আরাবল্লী ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষের বাঁচা দায় হয়ে যেতে পারে। বাস্তব উদাহরণও আছে। হরিয়ানার চরখি দাদরি ও ভিওয়ানিতে বৈধ খনন গত এক দশকে পাহাড় প্রায় সমতল করে দিয়েছে। তার ফল-মহেন্দগড়ের তীর জলসংকট। রাজস্থান ও গুজরাতে খননের জেরে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমেছে, শুকিয়ে গেছে সোটারিডি ও কাসাবতীর মতো নদী।

তৈরি হয়েছে ‘হোয়াইট হিলস’ খনিজ বর্জ্যের সাদা পাহাড়, যেখানে আর কোনও গাছ জন্মায় না। এটা শুধু পরিবেশের গল্প নয়, মানুষের গল্পও বিস্ফোরণের দুর্ঘটনা, সিলিকোসিস, চর্মরোগ, ফসলের উপাদান কমে যাওয়া, আরাবল্লীজুড়ে বসবাসকারী গ্রামগুলির দৈনন্দিন বাস্তবতা ক্রমশ নরকসম হয়ে উঠছে। সূপ্রিম কোর্টের ইউ-টার্ন? স্থগিতাদেশ কেন গুরুত্বপূর্ণ প্রবল জনমত ও বৈজ্ঞানিক মহলের চাপের মুখে অবশেষে সোমবার সূপ্রিম কোর্ট নিজেই

তাদের ২০ নভেম্বরের আদেশ স্থগিত রাখে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানায়, নতুন কমিটি গঠন করে পুরো বিষয়টি ফের ভিডি়য়ে দেখা হবে। আদালতের ভাষায়, ‘কমিটির সুপারিশ ও আদালতের আগের নির্দেশ আপাতত কার্যকর থাকবে না।’ এই স্থগিতাদেশের তাপর্য বিশাল। কারণ, এর ফলে আপাতত আরাবল্লীতে নতুন সংজ্ঞার ভিত্তিতে খননের দরজা বন্ধ থাকছে। একই সঙ্গে আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, পরিবেশগত ভারসাম্য না বুঝে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। আগেও বহুবার সূপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে আরাবল্লীতে ‘সাসটেইনেবল মাইনিং’ নিশ্চিত করতে। এবারও সেই লড়াইয়েরই আরেক অধ্যায়।

রাজনীতি, উন্নয়ন আর ভবিষ্যতের প্রশ্ন এই ইস্যু রাজনৈতিক রং-ও নিয়েছে। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি সংজ্ঞা বদলকে সরাসরি ‘আরাবল্লীর মৃত্যুদণ্ড’ বলে আক্রমণ করেন। প্রাক্তন পরিবেশমন্ত্রী জয়রাম রমেশ এই সিদ্ধান্তকে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর ‘মারাত্মক প্রভাবশালী’ বলে উল্লেখ করেন। সরকারের অবশ্য পাল্টা যুক্তি, দেশের কৌশলগত খনিজ সম্পদ (তামা, কপো, সোনা, টাংস্টেন, লিথিয়াম, রয়্যার আর্থ এলিমেণ্টস) তুলতে নিয়ন্ত্রিত খনন প্রয়োজন। প্রশ্রুটি তাই ছদ্ম্বর, ‘উন্নয়ন বনাম সংরক্ষণ’। আসল সমস্যা, পরিবেশ আইন নিয়ে। অমেকুই বলছেন, কাগজে-করমে নিয়ম আছে, কিন্তু বাস্তবে অঐচ্ছ খনন রুখতে প্রশাসনিক সদ্ভিচ্ছ, নাজরদারি ও শাস্তির অভাব স্পষ্ট। যত দিন না সেই ফাঁক ভরাট হচ্ছে, তত দিন সংজ্ঞা বদল শুধু নতুন বিশপেরে রাষ্ট্রা মূলবে। এখন ভারতের উন্নয়ন-দর্শন কি প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে এগোবে, নাকি স্বল্পমেয়াদি লাভের জন্য দীর্ঘমেয়াদি বিপর্যয় ডেকে আনবে? সেটাই দেখার।

বেসরকারি হাসপাতালের ভেন্টিলেশন ব্যবহার নিয়ে কড়াকড়ি কেন্দ্র



সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারিঃ বেসরকারি হাসপাতালে ভেন্টিলেটর ব্যবহারের নিয়মে কড়াকড়ি কেন্দ্রের। স্বচ্ছতা, নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে নতুন নির্দেশিকা দিল স্বাস্থ্যমন্ত্রক। বিজ্ঞপ্তিতে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস জানিয়েছে, রোগী পরিবারকে স্তম্ভি দিবেই এই নতুন নিয়ম আনা হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, যাকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হচ্ছে, তাকে ভেন্টিলেশনে ঢোকানোর আগে রোগী পরিবারকে জানাতে হবে যে কেন তাকে ভেন্টিলেশনে রাখা হচ্ছে এবং তার একটি মেডিক্যাল অ্যানালিসিস রিপোর্ট তৈরি করতে হবে আগেই এবং সেই রিপোর্ট রোগীর পরিবারকে দেওয়া হবে। রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে আনুমানিক কতদিন রোগীকে ভেন্টিলেশনে রাখা হবে। কেন রাখা হবে। সময়সীমা রোগী পরিবারকে জানাতে হবে, দিনের সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন হলে কেন বাড়ানো হচ্ছে, কতদিন বাড়ানো হচ্ছে। যা পরিবারকে জানানো হবে। ভেন্টিলেশনে থাকার সময় রোগীর অবস্থা পরিবারকে জানাতে হবে। রোজ আপডেট দিতে হবে এবং ডাক্তার নিজে প্রয়োজনে কথা বলবেন। এতে পরিবারের কাছে কোনও ধোঁয়াশা থাকবে না। এই নিয়ম চিকিৎসকদের বক্তব্য, এই দাবি তাদের বহুদিনের ছিল। সাধারণ মানুষের পকেটে ছাঁকা লাগে, ফলে এতে খানিকটা স্বস্তি মিলবে পারে। মধ্যবিত্তদের মুখেও ফুটতে পারে হাসি।

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I, Arup Haldar (old name) son of Gobinda Chandra Halder, residing at 75/3, Halder Para Road, Budge Budge, Dist: South 24 Parganas, Pin: 700137, Wet Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Arup Ranjan Haldar (new name) as sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit No. 77845 dated 22/12/2025. Arup Haldar (old name) and Arup Ranjan Haldar (new name) both are same and one identical person.	I, Sheikh Nooruddin (old name) son of Sheikh Aulia, residing at Talchini, P.O- Sasaniara, Memari-I, Purba Bardhaman- 713146, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sekh Nuruddin (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 30/12/2025. Sheikh Nooruddin (old name) and Sekh Nuruddin (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME	নাম পরিবর্তন
I, Md. Lal (old name) son of Md. Zakir, residing at 31, Harin Bari Lane, Bowbazar, Kolkata – 700073, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md. Shamshad (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 30/12/2025. Md. Lal (old name) and Md. Shamshad (new name) both are same and one identical person.	আমি স্বপন দে (পুরাতন নাম) পিতা মৃত গোপীবল্লভ দে, চিকনা-জয়কৃষ্ণপুর পোঃ ধূসেরপুর, থানা- গোঘাট, জেলা-হুগলী পিন- ৭১২৬১৬, পশ্চিম বঙ্গ স্থায়ী বাসিন্দা। নেটারী পাবলিক মরামমালা হুগলী এফিডেভিট দ্বারা স্বপন কুমার দে (নতুন নাম) পরিচিত হইলাম। গত ৩১.১২.২০২৫ তারিখে (SL. NO (A/3003) এফিডেভিট বলে স্বপন দে (পুরাতন নাম) এবং স্বপন কুমার দে (নতুন নাম)। উভয়েই এরূপই ব্যক্তি হল।

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I, MD NAIMUDDIN (old name) S/O - ANISAR SK residing at VILL - SALAR KAJIPARA PO - SALAR P - SALAR DIST - MURSHIDABAD PIN - 742401, West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD NAIMUDDIN (old name) to NAIMUDDIN SK (new name) and henceforth, I shall be Known as NAIMUDDIN SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 01/01/2026. NAIMUDDIN SK (new name) and MD NAIMUDDIN (old name) both name are same and one identical person.	I, Hira Sekh (old name) Daughter of Ntaji Ghosh, residing at J N Ray Bha- hadur Road, Krishnagang, Kotwali, Nadia Pin-741101, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Hira Ghosh (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 31/12/2025. Hira Sekh (old name) and Hira Ghosh (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I,SHIBAJI BISWAS S/O SHIB KUMAR BISWAS MY PASSPORT WHERE MY NAME HASBEEN RECORDED AS SIBAJEE BISWAS AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGIS- TRATE RANAGHAT COURT ON 20- 10-25 I SHIBAJI BISWAS AND SIBAJEE BISWAS BOTH ARE SAME PERSON. R/O VILL P. O BATHANGACHHI-P.S HANS KHALI NADIA.	I, SHIBAJI BISWAS MY FATHER NAME HAS BEEN RECORDED IN MY PASS PORT AS SIBH KUMAR BISWAS AFFIDAVIT BY NOTARY PUBLIC KRISHNAGAR ON 23/12/25 MY FATHER SHIB KUMAR BISWAS AND SIBH KUMAR BISWAS IS SAME PER- SON R/O VILL + P. O BATHANGACHHI P.S HAN- SKHALI NADIA.

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I, Shabana Akhtar, W/o Akhtar Ali, residing at 9, Rajab Ali Lane, P.O.-Khandiropore, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, Ward No. 78, W.B., declare that, before marriage I was known and called as Nahida Begum, D/o Sk. Abdulul G 91, Ekbalpore Lane P.O.- Khandiropore, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, which has been recorded in my previous Voter Id Card vide no. WB23/147/375448 and as well as in the Voter List 2002. After marriage I am known as Shabana Akhtar, W/o Akhtar Ali and the same has been recorded in my Aadhaar Card vide no. 7326 5625 6711 and present Voter Id Card no. F320489121. As per affidavit vide no. 74426 in the Court of the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, South 24 Parganas on 06.12.2025, Shabana Akhtar, W/o Akhtar Ali and Nahida Begum, D/o Sk. Abdulul is the same and one identical person.	I, Molina Patra, Anita Debnath D/o Lakshmikanta Mistri (Old Name) W/o Ratan Debnath Residing at Dakshin Hansia, Jagaddal, District - North 24 Parganas, Pin - 743127, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Malina Debnath D/o Lakshmikanta Patra (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magis- trate (1st Class) at Kolkata vide affidavit no 15680 Dated 31-12-2025. Molina Patra, Anita Debnath D/o Lakshmikanta Mistri (Old Name) and Malina Debnath D/o Lakshmikanta Patra (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I, Intaji Ali Molla (Old Name) S/o Daud Molla Residing at Vill - Baneswarpur, P.o- Hasminagar, District - South 24 Parganas, Pin - 743513, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Intaji Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 31-12-2025. Intaji Ali Molla (Old Name) and Intaji Molla (New Name) both are same and one identical person.	I, Ashish Trivedi (Old Name) S/o Durga Sankar Trivedi Residing at 12/2, Cossipore Road, P.o - Cossipore, P.s - Chit- pore, District - Kolkata, Pin - 700002, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Ashish Kumar Trivedi (New Name) as de- clared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 31-12-2025. Ashish Trivedi (Old Name) and Ashish Kumar Trivedi (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I, Afzal Ahamed Khan, Afzal Ahmad Khan (Old Name) S/o Late Amin Ahmed Khan Residing at 30/A, Dilkhusha Street, Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Afzal Ahmad Khan (New Name) as de- clared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 31-12-2025. Afzal Ahamed Khan, Afzal Ahmad Khan (Old Name) and Afzal Ahmed Khan (New Name) both are same and one identical person.	I, Kochi Sk (Old name) S/o-Rejel Sk, Resident at, Vill-Bhratpur Dangapara, Po & Ps-Bharatpur, Murshidabad, West Bengal,742301, That my wrongly name is Kochi Sk recorded in my 2002 voter List Epic No. WB/10/068/1656301 have changed my name Kochi Sk to Sadek Sk (New name) I shall be known as Sadek Sk vide affidavit before the Notry at Kandi on 26/08/2010 Kochi Sk & Sadek Sk same and one identical person.

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I, Lulu Sekh (Old name) S/o- Ahammed Miya, Resident at, Vill-Dangapara, Po & Ps-Bharatpur, Murshidabad, West Bengal,742301, That my wrongly name is Lulu Sekh recorded in my 2002 voter List Epic No. WB/10/068/165225. I have changed my name Lulu Sekh to Badredozza Miya (New name) I shall be known as Badredozza Miya vide af- fidavit before the Notry at Berhampore on 30/12/2025 Badredozza Miya & Lulu Sekh same and one identical person.	I, Kaya Bibi (Old name) W/o- Julmat Sk, Resident at, Vill-Dangapara, Po & Ps-Bharatpur, Murshidabad, West Bengal,742301, That my wrongly name is Kaya Bibi recorded in my 2002 voter List Epic No. WB/10/068/165465. I have changed my name Kaya Bibi to Masrufa Bibi (New name) I shall be known as Masrufa Bibi vide affidavit be- fore the Notry at Berhampore on 30/12/2025 Masrufa Bibi & Kaya Bibi same and one identical person.

নাম পরিবর্তন	নাম পরিবর্তন
আমি Soumendu Bag, S/o Sudhangshu Sekhar Bag, প্রামঃ নাকপুর, থানাঃ নলকাটি ৭৩১২৩৮, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার মাধ্যমিক এডমিট, মার্কশিট, ভোটার কার্ডে বাবার নাম Sudhangshu Sekhar Bag নথিভুক্ত করা রয়েছে। কিন্তু বাবার আমার কর্তে বাবার নাম Sudhangshu Sekhar Bag নথিভুক্ত রয়েছে। ৩০.১২.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এন্ট্রিকিউডি মার্জিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে যোগ্য করেছি Sudhangshu Sekhar Bag and Sudhangshu Sekhar Bag এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।	আমি Manju Sekh, S/o Khosjan Sekh, প্রামঃ বরুদপুর, পোঃ হাটলা, থানাঃ পাইকু, বীরভূমের বাসিন্দা। স্কুলসহ ভোটার কার্ড, আমার কার্ড এবং গ্যান কার্ড আমার এবং বাবার নাম যথাক্রমে Ansan Manjau, S/o Shakibhai, Ansan Manjau, S/o Shakibhai and Ansan Manjau, S/o Shakibhai Sharif Ansan. ০৬.০৫.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এন্ট্রিকিউডি মার্জিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে যোগ্য করেছি Manju Sekh and Ansan Manjau এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। আমার বাবা Khoshan Sekh, Shakib- hai, Shakibhai and Shakibhai Sharif Ansan এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হল।

রাশিয়ার সঙ্গে কোনও রকম ‘আপসের’ শান্তিচুক্তিতে যাবে না কিভ

কিভ, ১ জানুয়ারিঃ রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ থামার সম্ভাবনা যে এখনও ক্ষীণ, নতুন বছরের শুরুতেই তার ইঙ্গিত দিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। বর্ষবরণের রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, রাশিয়ার সঙ্গে কোনও রকম ‘দূর্বল’ বা আপসের শান্তিচুক্তিতে যাবে না কিভ। যুদ্ধের দীর্ঘ ক্লান্তি থাকলেও আত্মসমর্পণের প্রশ্নই ওঠে না- এই বার্তাই দিয়েছেন তিনি। বৃথবার মধ্যরাতে টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে জেলেনস্কি বলেন, “দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি জার্মানি কিছু দিনের জন্য ইউক্রেনের কয়েকটি শহর দখল করেছিল। কিন্তু বর্তমান রুশ আগ্রাসন তার থেকেও দীর্ঘস্থায়ী। তার কন্ঠায়, “ইউক্রেন কি শান্তি চায়? অবশ্যই। কিন্তু যে কোনও মূল্যে? না।” প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে তিনি বুঝিয়ে দেন, শতশতাব্দী শান্তি ইউক্রেনের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এর পরেই আরও কড়া সুরে জেলেনস্কি বলেন, “আমরা কি ক্লান্ত? হ্যাঁ, খুবই। কিন্তু তার মানে কি আমরা আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত? কেউ যদি সেটা ভাবে, তবে সে মারাত্মক ভুল করছে।” এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিছু দিন আগেই রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন দাবি করেছিলেন, যুদ্ধ চলবে এবং শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে রাশিয়াই। দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের এই পাল্টাপাল্টি অবস্থান যুদ্ধ অবসানের সম্ভাবনাকে আরও অনিশ্চিত করে তুলছে। এর মধ্যেই চলতি সপ্তাহে আমেরিকার ফ্লরিডায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন জেলেনস্কি। বৈঠক শেষে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জানান, যুদ্ধ সংক্রান্ত দু’টি বড় জটের মধ্যে একটি নাকি মিটেছে। তবে ট্রাম্প ছিলেন অনেক বেশি সতর্ক। তার বক্তব্য, যুদ্ধ শেষ করার সমঝোতা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ের পৌঁছেলেও এখনই শান্তিচুক্তির নির্দিষ্ট সময়সীমা বলা সম্ভব নয়। যদিও তিনি আশা প্রকাশ করেন, শীঘ্রই সংঘাত থামতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, রাশিয়া-ইউক্রেন বিরোধের মূল কেন্দ্রে রয়েছে দু’টি বিষয়- ইউক্রেনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং ডনবাস অঞ্চলের দখল। ডনবাস ইউক্রেনের অংশ হলেও দীর্ঘদিন ধরেই সেখানে প্রভাব বাড়তে চাইছে মস্কো। যুদ্ধ ক্ষেত্রের অন্যতম শর্ত হিসেবে রাশিয়া ওই অঞ্চল থেকে ইউক্রেনীয় সেনা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছে, যা নিয়ে এখনও কোনও সমঝাান হয়নি।

ভারতের ঘাড়ে হাদির খুনের দায় চাপানোর চেষ্টা, ‘মিথ্যুক’ বাংলাদেশের মুখোশ খুলে দিল ‘অভিযুক্ত’ মাসুদই

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১ জানুয়ারিঃ হাদি হত্যাকাণ্ডে বিরাট মোড়। মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল বাংলাদেশের দাবি। ইনকিলাব মঞ্চের নেতা ওসমান হাদির হত্যার পরই উত্তাল হয়েছিল বাংলাদেশ, হাদির হত্যাকারীদের ধরার জন্য সরকারকে ডেডলাইনও দিয়েছিল ক্ষুব্ধ জনতা। তখন বাংলাদেশের পুলিশ দাবি করেছিল, হাদির হত্যাকারী ভারতে পালিয়ে গিয়েছে। সেই দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিলেন ফইজল করিম মাসুদ, যার বিরুদ্ধে হাদিকে হত্যার অভিযোগ। ফইজল করিম মাসুদ নিজেই ভিডি়ো পোস্ট করে বললেন যে তিনি ভারতে নেই। হাদির হত্যাকাণ্ডের পরই চলে গিয়েছেন দুবাই। অর্থাৎ বাংলাদেশ পুলিশ ভারতের ঘাড়ে দায় ঠোকার যোগ দেওয়া করলে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হল। ভারত সরকারের দাবি যে সত্য ছিল, তা সকলের সামনে



প্রমাণিত হল। নিজের ঠিকানা বলার পাশাপাশি কেন বাংলাদেশে ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, তাও জানিয়েছেন। হাদির হত্যাকাণ্ডের আগে তার অফিসে যাওয়ার কথা শিকার করেন মাসুদ। তবে ইনকিলাব মঞ্চের সঙ্গে তার সম্পর্ক পুরোটাই ব্যসসা

সংক্রান্ত ছিল। তিনি দাবি করেন যে হাদির হত্যাকারী যে বাহিক আরাহীকে দেখিয়েছে, সেটা তিনি কখনও তার ভাইকেও মিথ্যা ফাঁসানো হচ্ছে। তার পরিবারকে এই ঘটনার পর ফোনেই হেনস্থা করা হচ্ছে। তিনি

হাত রইল কোরানে, নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র হিসেবে শপথ নিলেন জোহরান মামদানি

সংবাদ সংস্থা, ম্যানহাটন, ১ জানুয়ারিঃ আমেরিকার নিউইয়র্কে সৃষ্টি হল এক নতুন ঐতিহাসিক অধ্যায়। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডেমোক্রেট নেতা জোহরান মামদানি নিউইয়র্ক সিটির নতুন মেয়র হিসেবে শপথ নিলেন। তিনি এই শহরের প্রথম মুসলিম মেয়র। শপথগ্রহণের সময় কোরান শরীফে হাত রেখে শপথ নেন মামদানি। ম্যানহাটনের ওল্ড সিটি হল স্টেশনে এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান হয়। শতাব্দীপ্রাচীন খিলান ও স্থাপত্যের জন্য পরিচিত এই স্টেশনেই নিউইয়র্কের ইতিহাসে এক নতুন রাজনৈতিক অধ্যায় রচিত হল। মামদানিকে শপথথাকা পাঠ করেন নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল জজমের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সি মেয়রও। উগান্ডার কাম্পালায় ১৯৯১ সালে জন্ম মামদানির। তার মা খ্যাতনামা চলচ্চিত্র পরিচালক মীরা নায়ার এবং বাবা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজচিন্তক মাহমুদ



মামদানি। সাত বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে নিউইয়র্কে আসেন তিনি। ৯/১১ পরবর্তী সময়ে বেড়ে ওঠা নিউইয়র্কে মুসলিম পরিচয়

পান মামদানি। তার পর ডেমোক্রেটিক পার্টির একাধিক প্রচারাে কাজ করেন। ২০২০ সালে কুইন্সের একটি এলাকা থেকে স্টেট

নিয়ে বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা ই তাঁর রাজনীতির দর্শনে গভীর প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করেন অনেকে। ২০১৮ সালে মার্কিন নাগরিকত্ব

পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দিচ্ছেন পুরপ্রধান! চরম বিতর্ক মেদিনীপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট নিয়ে মেদিনীপুর পৌরসভার নয়া বিজ্ঞপ্তি। আর এই বিজ্ঞপ্তি ঘিরেই চরম বিতর্ক মেদিনীপুরে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা, ভুয়ো ভোটারদের সাহায্য করার চেষ্টা! ইলেকশন কমিশনের কাছে এমনই লিখিত অভিযোগ বিজেপির, পালাটা সাফাই শাসকদলের চেয়ারম্যানের। চলছে এসআইআর-এর শুনানি পর্বা। আর এই শুনানি পর্বের মারোই মেদিনীপুর পৌরসভার একটি বিজ্ঞপ্তিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে চরম বিতর্ক। বিজ্ঞপ্তিতে লেখা রয়েছে, এসআইআর-এর জন্য রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেটের প্রয়োজন পড়লে তা মিলবে মেদিনীপুর পৌরসভা থেকে। এমনকি ১০টা -৫ টা অফিস টাইমের বাইরে নিকট-এটা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত পৌর প্রধানের ব্যক্তিগত অফিস থেকেও মিলবে এই রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট। এমনকি এই বিজ্ঞপ্তি পৌরসভার চেয়ারম্যান নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকেও পোস্ট করেছেন

বিএসএনএলের ভিও-ওয়াইফাই পরিষেবা চালু, প্রত্যন্ত এলাকাতেও মিলবে স্পষ্ট কলিং সুবিধা

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : নতুন বছরের শুরুতেই দেশজুড়ে ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই (ভিও-ওয়াইফাই) পরিষেবা চালু করল ভারতের প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রীয়ত টেলি যোগাযোগ পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল)। এই ভয়েসওভার ওয়াইফাই (ভিওডাব্লুআইএফআই) যা পরিচিত ওয়াইফাই কলিং নামেও। এই আধুনিক পরিষেবার মাধ্যমে দেশের সমস্ত টেলিকম সার্কেলে সব বিএসএনএল গ্রাহকরা ওয়াই-ফাই কলিং সুবিধা পাওয়া যাবে। ফলে, সমঝাপদুল পরিবেশেও উচ্চ মানের সঠু যোগাযোগ সুনিশ্চিত হবে। ভিওডাব্লুআইএফআই-এর জন্য গ্রাহকরা ভয়েস কল এবং মেসেস পাবেন এবং পাঠাতে পারবেন ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। বাড়ি, অফিস, সেসমেন্ট এবং দুর্গম অঞ্চল খোনে মোবাইল সিগনাল দুর্বল সেখানেও স্পষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। বৃহস্পতিবার বিএসএনএল সূত্রে জানানো হয়েছে, এই পরিষেবাটি একটি আইএমএস ভিত্তিক পরিষেবা। ওয়াইফাই এবং মোবাইল নেটওয়ার্কের মধ্যে সঠু দেওয়া নেওয়ায় সুবিধা প্রদান করে। গ্রাহকরা তাদের বর্তমান মোবাইল নম্বর ও ফোন ডায়ালার ব্যবহার করেই কল করতে পারবেন এর জন্য আলাদা কোনও থার্ড-পার্টি অ্যাপের প্রয়োজন হবে না। সংস্থাটি এও জানিয়েছে, এই পরিষেবার বিশেষ করে সুবিধা হবে গ্রামীণ এবং দূরবর্তী দুর্গম অঞ্চলে, যেখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক সীমিত সেখানে এই পরিষেবা বিশেষভাবে উপযোগী হবে। তবে, একটি স্থায়ী ওয়াইফাই যোগাযোগ থাকতে হবে। যেমন বিএসএনএল ভারত ফাইবার বা অন্য ব্রডব্যান্ড পরিষেবার মাধ্যমে স্থিতিশীল ওয়াই-ফাই সংযোগ থাকলেই গ্রাহকরা সহজে কল করতে পারবেন। পাশাপাশি এই পরিষেবা নেটওয়ার্ক কনজেশন কমাতেও সহায়ক করবে ভিওডাব্লুআইএফআই এবং এর জন্য কোনো অতিরিক্ত শুদ্ধ লাগবে না। বিএসএনএল স্পষ্ট করেছে, ভিও-ওয়াইফাই কলিংয়ের জন্য গ্রাহকদের কোনও অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে না। সংস্কার মতে, এই পরিষেবা তাদের নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশজুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে একটি বড় পদক্ষেপ। অধিকাংশ আধুনিক স্মার্টফোনেই এই পরিষেবা উপলব্ধ থাকবে। গ্রাহকদের শুধু মোবাইলের সেটিংসে গিয়ে ওয়াই-ফাই কলিং অপশনটি সক্রিয় করতে হবে। সারা দেশে বিশেষ করে পরিষেবা কম পাওয়া যায় এমন অঞ্চল গুলিতে যোগাযোগের উন্নতিতে দায়বদ্ধ এই সংস্থা। ভিওডাব্লুআইএফআই বেশিরভাগ আধুনিক স্মার্ট ফোনেই লভ্য। গ্রাহকদের শুধুমাত্র তাদের হ্যান্ডসেটের সেটিং-এ ওয়াইফাই কলিং এনাবেল করতে হবে। প্রয়োজনে গ্রাহকরা নিকটবর্তী বিএসএনএল গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে অথবা বিএসএনএল হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

এদিকে পৌরসভার এই বিজ্ঞপ্তিকে ঘিরেই চর্চা তুলে। অন্যদিকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর থেকেই পৌরসভায় রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট পেতে ভিড জমিয়েছেন একাধিক মানুষ। জেনে নেওয়া যাত, ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন কী বলছে? কমিশনের গাইডলাইন অনুসারে, এসআইআর-এর শুনানির ক্ষেত্রে যে ১৬ দফা নথি চাওয়া হয়েছে তার মধ্যে ৬ নম্বরে রয়েছে, রাজ্যের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত স্থায়ী বাসস্থানের শংসাপত্র। অর্থাৎ শুনানিতে জমা দিতে হবে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট। আর এই সার্টিফিকেট দেওয়ার একমাত্র অধিকারী হলেন সংশ্লিষ্ট মহকুমার মহকুমা শাসক। এখন সাধারণ মানুষ কীভাবে পেতে পারেন পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট? মহকুমা শাসকের দফতর থেকে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট পেতে গেলে জমা দিতে হয় একগুচ্ছ নথি। এইসেই মধ্যে একটি নথি পৌরসভার দেওয়া রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট।

রানিতলা থানা এলাকা থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমান বুলেট এবং বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেপ্তার ১

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১ জানুয়ারি : কলকাতার আফজারগঞ্জ এলাকায় বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এবার বিপুল পরিমাণ বুলেট এবং আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হল মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানায় এলাকা থেকে। ইংরেজি বর্ষ বরণের রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রানিতলা থানার পুলিশ ভান্ডারা এলাকায় এক ব্যক্তির



মাঠের জমিতে জল দেওয়ার জন্য তৈরি ‘পাম্প হাউসে’ তল্লাশি চালিয়ে ৭০ টি বিভিন্ন ‘বোরের’ বুলেট এবং একটি দেশি ওয়ান শটার বন্দুক এবং একটি দেশি ডবল ব্যারেল বন্দুক উদ্ধার করল। ইংরেজি বর্ষ বরণের রাতে এত বিপুল পরিমাণ বুলেট এবং আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় শোরগোল পড়ে গেছে জেলা জুড়ে। বেআইনিভাবে বিপুল পরিমাণ বুলেট এবং আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করে রাখার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ ওই পাম্প হাউসের মালিক মান্নারুল সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে। গত ব্যক্তির বাড়ি ভান্ডারা গ্রামে। বৃহস্পতিবার থৃত ব্যক্তিকে লালবাগ আদালতে ৭ দিনের পুলিশে ফেলাজুরি আবেদন জানিয়ে পেশ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত গত ৩০ তারিখ কলকাতা পুলিশ আরফানগঞ্জ এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ১১টি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে রাসেলকুমার সাই নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। থৃত ওই ব্যক্তি বিজেপি নেতা রাসেল সিংহের বন্দি হিসেবে পরিচিত। মুর্শাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন, গোপন সূত্রে

এসআইআর শুনানি ঘিরে বিতর্ক, আতঙ্কে হুদরোগে বৃদ্ধার মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১ জানুয়ারি : ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনেও এসআইআর শুনানি ঘিরে বিতর্ক খামেনি। বাঁকুড়ায় এসআইআর সংক্রান্ত আতঙ্কে হুদরোগে এক বৃদ্ধার মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাক্রী ঘটেছে বিষ্ণু পুর ব্লকের ভড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত লেদারঘাট গ্রামে। মৃত বৃদ্ধার নাম রহিমা বিবি (৬৫)। পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর শুনানিতে প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে না পারার আশঙ্কায় চরম মানসিক চাপে ভোগতেন তিনি। পরিবারের সদস্যদের দাবি, এই আতঙ্ক থেকেই হুদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রহিমা বিবির ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড থাকলেও ২০০২ সালের ভোটার তালিকার নথি দেখাতো না পারায় তারকে এসআইআর শুনানির নোটিস দেওয়া হয়। আগামী ২ জানুয়ারি তার শুনানি নির্ধারিত ছিল। এই শুনানির ডাক পাওয়ার পর থেকেই তিনি উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছিলেন

নয়ানজুলিতে পর্যটকবোবাই গাড়ি, আহত ২৬



জন্ম নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে। এর পাশাপাশি দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে নয়ানজুলি থেকে তোলা হয়। দুর্ঘটনার জেরে ২৬ জন পর্যটক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

তারপর সেই নথিগুলো পাঠানো হয় ডিআইবি ডেরিকফেশনের জন্য। ডেরিকফেশন রিপোর্টে যদি পাওয়া যায় ১৫ বছর ধরে উনি ওই এলাকার বাসিন্দা, তবেই মিলবে স্থায়ী বাসস্থানের সার্টিফিকেট কিংবা পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট। তাহলে পৌরসভার দেওয়া রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট কি নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করবে? মেদিনীপুরের ERO তথা মহকুমা শাসক মধুমিতা মুখার্জি জানিয়েছেন, পৌরসভার দেওয়া রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট একদমই গ্রহণযোগ্য নয় এসআইআর শুনানির ক্ষেত্রে। আর এখানেই বিজেপির অভিযোগ, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যেই পৌরসভার তরফে এভাবে মুড়ি-মুড়কির মতো দেওয়া হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে ভু য়ো ভোটারদের সুবিধা হবে। পৌরসভার দেওয়া এই রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট নিয়ে এসআইআর-এর শুনানিতে গিয়ে মানুষকে আরও বেশি করে বিপদে পড়তে হবে বলেও

দাবি করেছে গেরুয়া শিবির। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে জেলাশাসক ও নির্বাচন কমিশনের কাছে ইমেইল মারফত গোটা বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছে বিজেপি। যদিও তৃণমূল পরিচালিত মেদিনীপুর পৌরসভার পৌর প্রধানের সাফাই, মানুষের সুবিধা করে দিতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পৌরসভার তরফে। এই নথি ইলেকশন কমিশনের এসআইআর-এর কাজে লাগবে বলেও দাবি করেছেন তিনি। এখন মেদিনীপুর পৌরসভার তরফে এমন বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পরে খুব স্বাভাবিকভাবেই ভিড বাড়ছে মেদিনীপুর পৌরসভায়। এসআইআর-এর শুনানিতে যারা ডাক পাচ্ছেন তাদের বেশিরভাগই রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য সকাল থেকে হতো দিয়ে পড়ে আছেন মেদিনীপুর পৌরসভার দরজায়। কিন্তু পৌরসভার দেওয়া এই নথি যদি নির্বাচন কমিশনের এসআইআর-এর শুনানিতে গ্রাহ্য না হয় তাহলে সাধারণ ভোটারদের ভোগান্তি যে আরও বাড়বে তা বলাই বাহুল্য।

সহায়ক মূল্যে খান কেনায় বীরভূম জেলায় ফিরল রেকর্ড গতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১ জানুয়ারি : নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে বীরভূম জেলায় সরকারি সহায়ক মূল্যে খান কেনার গতি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। জেলা খাদ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত জেলায় ১ লক্ষ ১১ হাজার মেট্রিক টন খান সংগ্রহ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ৭৩,২১০ জন চাষী সরকারি খান ক্রয় কেন্দ্রে এসে খান বিক্রি করেছেন। ১ নভেম্বর থেকে জেলাজুড়ে সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে খান কেনার জন্য ক্যাম্প খোলা হয়েছে। বর্তমানে জেলায় ৪৫ টি কেন্দ্রীয় খান সংগ্রহ কেন্দ্র (সিপিসি) চালু রয়েছে, যার মধ্যে ১৪ টি ভ্রাম্যমান। এছাড়াও স্বনির্ভর গোষ্ঠী, কৃষি সমবায় ও কৃষক গোষ্ঠীর মাধ্যমে আরও ১৬৯টি কেন্দ্রে খান কেনা চলছে। জেলা খাদ্য নিয়ামক বাবুয়া সর্দার জানান, নিয়ম মেনে সরকারি সহায়ক মূল্যে স্থায়ী ও মোবাইল ক্যাম্পের মাধ্যমে খান কেনা হচ্ছে এবং খান কেনার গতি বেড়েছে। চলতি মরশুমে বীরভূম জেলায় খান কেনার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লক্ষ ৭৭ মেট্রিক টন। খান সংগ্রহের জন্য জেলার ২৯টি চালকলের সঙ্গে খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের চুক্তি হয়েছে। চলতি আর্থিক বর্ষে সরকারি সহায়ক মূল্যে কুইন্টাল প্রতি খানের দাম ২,৩৬৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সিপিসি-তে খান বিক্রি করলে চাষিরা কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত ২০ টাকা উৎসাহ ভাতা পাচ্ছেন। সরকারি খান কেনার ক্ষেত্রে প্রতি বছর ফড়দের দাপট নিয়ে অভিযোগ উঠলেও প্রশাসনের দাবি, বীরভূমে সেই অভিযোগ তুলনামূলকভাবে কম। কৃষক বন্ধু প্রকল্পের আওতায় থাকা একজন কৃষক জমির পরিমাণ অনুযায়ী বছরে সর্বাধিক ৯০ কুইন্টাল পর্যন্ত খান বিক্রি করতে পারেন। বর্তমানে এক দফায় ১৫ কুইন্টাল করে খান দেওয়া যাচ্ছে। তবে কৃষক বন্ধু প্রকল্পের আওতায় না থাকা ভাগচাষীদের ক্ষেত্রে খান বিক্রির পরিমাণ ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

গঙ্গাসাগর মেলা ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ১ জানুয়ারি : গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৬-এর প্রস্তুতি তুঙ্গে। প্রত্যেক বছরই রাজ্য সরকার এই গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজন করে। এবছর জেলা প্রশাসনের তরফে আিা করা হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলায় অন্যান্য বছরের তুলনায় পুুষাধীদেৱ ভিড বেশি হতে



পারে। ভিড নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ নিরাপত্তা রাখা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সিটিভির মাধ্যমে নজরদারি চালানো হবে এর পাশাপাশি ড্রোন এর মাধ্যমেও চলবে নজরদারি। গত বছরের থেকে এই বছরে সিপিটিভি ও ড্রোন এবং ২৫০০ সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। বাংলার মন্দির বলে একটি কর্মসূচি করা হবে। সাগর আরতি, সাগর সংকীর্ণনেনে ব্যবস্থা থাকে। এই বছর গঙ্গাসাগর মেলায় আড়াই হাজারের বেশি বাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি মেলা চলাকালীন ২১টি জেটি (যার মধ্যে ১০টি স্থায়ী এবং অস্থায়ী ১১ টি) চালু থাকবে। লট ৮ এবং নামখানা হাজার থেকে আড়াই হাজার জন ব্যক্তি বহন ক্ষমতা সম্পন্ন ১৬টি বার্জে ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও ৪৫ টি ডেসেল ১০০টা কাঠের লঞ্চ তীর্থযাত্রীদের পরিবহনের জন্য মোতায়েন করা হচ্ছে। এই ডেসেল, বার্জ এবং কাঠের লঞ্চে প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। জিপিএস ট্র্যাকার লাগানো থাকে। যেগুলি খান মেলার কন্ট্রোল রুম থেকে পর্যবেক্ষণ করা যাবে। হাওড়া শিয়ালদা থেকে অতিরিক্ত ট্রেনের ব্যবস্থাও থাকছে। ১৬টি বাসারাজেন করা হয়েছে। নজরদারির জন্য ১২০০ বেশি সিটিটিভি ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে। ৯ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত সমস্ত পুুষাধী, পুলিশ কর্মী, এনজিও কর্মী, পরিবহন কর্মীদের জন্য দুর্ঘটনা বীমা কভারেজ রাখা হয়েছে প্রতি লক্ষ টাকা করে।

রাজ্যে পাটশিল্পের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বস্ত্রমন্ত্রীকে চিঠি

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : রাজ্যে পাটশিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ তথা দলের শ্রমিক সংগঠন আইএন টি টি ইউ সি র রাজ্য সভাপতি ঋতুদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিংহকে এক চিঠি দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বরাত কমে যাওয়ার জন্যই রাজ্যে স্থগলি নদীর দুই দিকের চটকলগুলি ঝুঁকছে বলে তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। এর ফলে বেশ কিছু কারখানায় শ্রমিকদের কর্মদমস কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। পাটশিল্পে সংকট তৈরি হওয়ায় পাটচাষীদের ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বছরের প্রথমদিনে পর্যটকদের ভিড টাকীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, টাকী, ১ জানুয়ারি : শীতের মিঠে রোদ গায়ে মেখে বছরের প্রথমদিনে পর্যটকদের ভিড টাকীতে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ভাভা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী টাকী পর্যটন কেন্দ্রে ভিড জমান পর্যটকরা। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর ভিড কম হলেও নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে ছুটি কাটাতে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র টাকীতে আসেন রাজ্যের বিভিন্ন রাজ্যে প্রান্তের পর্যটকরা। টাকীতে বিভিড প্রাচীন জমিদারভাটীর বিশেষ, প্রাচীন মন্দির, মিনি সুন্দরবন থেকে শুরু করে দর্শনীয় স্থানগুলি পরিদর্শনের পাশাপাশি ইছামতী নদী বক্ষে ভ্রমণের আশ্বাস নেন পর্যটকরা। নদীর এপারে দাঁড়িয়ে অপর পারে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অস্থিরতা প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করে ক্রত স্বাভাবিক হওয়ার প্রার্থনা করেন পর্যটকরা।

দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে তপ্ত দুবরাজপুর-সিউড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১ জানুয়ারি : দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন দুবরাজপুরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ। সেখানে দলীয় পতাকা কেন্দ্র করে গোষ্ঠীকেন্দ্রীয়। বাঁশ, লাঠি, লোহার বড় নিয়ে হামলার অভিযোগ। এমনকি ঘরের মধ্যে আটকে রাখারও অভিযোগ ওঠে। একই দৃশ্য ধরা পড়েছে সিউড়ি-দুবরাজপুরেও। এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতেই পারে। পঞ্চায়েত সদস্যকে মাথব্বরের অভিযোগ উঠেছে। উপপ্রধানের অনুগামীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ। বীরভূমে এর আগেও তৃণমূল গোষ্ঠীকান্দদের অভিযোগ ওঠে। বারবার তড়া হয়ে ওঠে বীরভূম। দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনও একই ছবি ধরা পড়ল। সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকে সকালে অশান্তি হয়। পতাকা তোলাকে কেন্দ্র করে বামেলায় জড়িয়ে পড়ে দুই গোষ্ঠী। এরপর দুবরাজপুরে একই ছবি। দুবরাজপুরের হেতমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শেখ সন্তুর আলি দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন, তখন সেই পঞ্চায়েতেরই অন্য এক পঞ্চায়েত সদস্য ও অনুগামীরা উপস্থিত হলে না বলে দলীয় পতাকা আবার তোলান হয়। তা নিয়ে অশান্তি শুরু হয়। দলের পতাকায় ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে অন্য এক পক্ষের বিরুদ্ধে। আবারও একটি পতাকা তোলার চেষ্টা করা হয়। তাতে দুপক্ষের মধ্যে মারপিট শুরু হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় এক কন্নীকে দলীয় কালচারেই দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা হয়। এই ঘটনায় আবারও প্রমাণিত হল বীরভূমের মাটিতে রাজ্যের কোনদূর কোদুল অধ্যাহত রয়েছে। নানুরে অবশ্য অন্য ছবি। নানুরে তৃণমূলের মিলনমেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের সভাপিণিত কাজল শেখকে রূপোর তরোয়াল উপহার দেওয়া হয়। তরোয়ালটির ওজন প্রায়্য আড়াই কেজি। একই অনুষ্ঠানে ছিলেন সাংসদ অসিত মাল ও বিধায়ক বিধানচন্দ্র মারিকো। রূপোর কবন উপহার দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এই মেলায় আগে অনুব্রত মণ্ডলকে উপহার দেওয়া হয়। গত তিন বছর ধরে এই উপহার কবনকে শেখকে দেওয়া হচ্ছে।

নববর্ষের প্রথম দিনেই উৎসবের আবহ ডুয়ার্সের মূর্তি নদী চত্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডুয়ার্স, ১ জানুয়ারি : ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনেই উৎসবের আবহ ডুয়ার্সের মূর্তি নদী চত্বরে। গরু-মারা জঙ্গল সংলগ্ন পাহাড় থেকে নেমে আসা স্বচ্ছ ও ঠান্ডা জলে হাটুসমান নেমে আনন্দে মেতে উঠেছেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পর্যটকরা। কেউ স্নানে মগ্ন, কেউ আবার গামছা কাঁখে নদীর জলে নোমে পড়েছেন নববর্ষের আনন্দ উপভোগ করতে। শুধু স্নানই নয়, মূর্তি নদীর পাড়জুড়ে চলছে চতুর্ভুভাতির প্রস্তুতি। পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে ব্যস্ত বহু পর্যটক। নদীর পার্শ্ববর্তী রিসোর্টগুলিতেও চোখে পড়ছে উপচে পড়া ভিড। পাশাপাশি ঘোড়া সাফারি, রকমারি খাবারের দোকান ও স্থানীয় পর্যটন পরিষেবায় জমজমাট পরিস্থিতি। সকালের দিকে আকাশ কিছুটা মেঘলা থাকলেও বেলা বাড়তেই ঝকঝকে আকাশে রোদে ডিছেছে মূর্তি। মনোরম আবহাওয়ায় কেউ ব্যাথ সেলফি ও রিল বানাতে, আবার কেউ প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগে মগ্ন। পর্যটকদের ভিড দেখে অনেকেইই তুলনা-যেমন দীঘায় নববর্ষে ভিড উপচে পড়ে, তেমনই এদিন ডুয়ার্সে মূর্তি নদীর



উপভোগ্য। কেউ স্নানে নয়, কেউ
আবার গাম্ভাফ নগরে নদীর জলে
স্নান করে পড়েছেন নববর্ষের আনন্দ
উপভোগ্য করতে। শুধু স্নানই নয়,
মুর্তি নদীর পাড়জুড়ে ঢালাই
পিজুইজিভাতির প্রস্তুতি। পরিবার
অবস্থান ও বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক
করতে ব্যস্ত বৃহৎ পর্যটক। নদীর
পাশপাশী রিসোর্টগুলিতেও চোখে
পড়ছে উপভোগ্যতা ভিড়। পাশাপাশি
মোড়া সাফারি, রকমারি খাবারের
দোকান ও স্থানীয় পর্যটন পরিষেবা
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সকালের দিকে
জলজমাট পরিস্থিতি। সকালের দিকে
আকাশ কিছুটা মেঘলা থাকলেও
বাকী বাড়তেই রকবাকি আকাশে
বরোদে ভিজেছে মূর্তি। মনোহর
আবহাওয়ায় কেউ বা সেলফি ও
রিবল নাকতে, আবার কেউ প্রকৃতির
সৌন্দর্য উপভোগ্যে মগ্ন। পর্যটকদের
ভিড় দেখে অনেককেই তুলনা-যেমন
দীর্ঘায় নববর্ষে ভিড় উপভোগ্যে
তেনমনি এদিন ডুয়ার্সের মূর্তি নদীর

মজুমদার জানান, সকালে মেঘলা
থাকলেও পরে আবহাওয়া দারুণ হয়ে
বায়ু পরিষ্কার, নদীর বাতাবরণ গা
মিলিয়ে মূর্তি এখন আমাদের কাছে
অনাতপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। নববর্ষের
প্রথম দিনেই প্রকৃতির কালে আনন্দ,
আড়া আড়া উজ্জ্বলে ভরে উঠেছে
ডুয়ার্সের মূর্তি নদী এলাকা।

**OFFICE OF BHANGRA
GRAM PANCHAYAT**
At-KARCHA, P.O.-BHANGRA, Dist.-
Purulia, 723149

Memo. No. 230/BGP/2025,Date:31/12/2025

Notice
Pradhan Bhangra Gram Panchayat
invites E-tender as follows: **ENIT No.-
eNIT-17/16BGP/2025, Dt.31/12/2025**
**2025_ZPHD_981905, for 2nos. of
scheme & ENIT No.-eNIT-12/BGP/
2025 Dt. 31/12/2025**
**2025_ZPHD_981940, for 5nos. of
scheme within the jurisdiction of
Bhangra Gram Panchayat. Last Date of
tender submission is 17/01/2026 up to
3-00 pm respectively. Details may be
obtained from website: <https://wb.tenders.gov.in>.**

**Sd/-Pradhan
Bhangra Gram Panchayat**

OFFICE OF THE PRADHAN BHANGRA GRAM PANCHAYAT Under Purulia-II Panchayat Samity (W-II-Karcha, P.O: Bhangra Dist: Purulia	
Memo No: 230/BGP/2025, Date:31/12/2025	
Sealed tenders are invited from the suppliers/bonafied contractors for various schemes for Bhangra GP under Purulia-II Panchayat Samity. The schedule of the tender process is as follows: NIT No:5/2025-26 Date: 31/12/2025 Date of Sale of Tender Form 02/01/2026 to 09/01/2026 (on working day from 11 am to 2 pm). Last date of Sale of Tender form & dropping of Sealed Tender from 09/01/2026 Till 3:00 pm. Date of Opening of Tender 09/01/2026 after 3.00 pm (onwards). For details visit GP office.	
Sd/- Pradhan	
Bhangra Gram Panchayat	

বিজ্ঞপ্তি
আমার বঙ্গল শৈশৱী ছড়ি স্বামী যুগত ছড়ি, সা- পাঁচাড়া, পোং- রানালী, থানা- সর্গরাজ, কোথ- হাড়াগা বিজ্ঞপ্তি ইছামতী- ১৬।০৪।২০২১ তারিখে হাড়াগা-০১ নং ডিও রেজিঃ অফিস রেজিঃ ক্রঃ ০০৩০১৭২৮ নং বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক দিল্লর রায়া মন্ডলী কালো স্বামী ব্রাহ্মণ কালো এর নিমিত্ত ইহতে বর্ধিত পুরী মন্ডলী কালো কোয়ার সর্গরাজ থানার অধীন দ্বীপীয় সৌজায় কো.এল.- ০৬ নং ডুত,এ.এ.আর. ২৪০৪, ৩৯৮২ নং বিজ্ঞায়এল.আর.-২০২৫ নং আর্দে ডাল্লা মোট ০১ কালী ০১ কালী ৪০ বর্ধিত পুরী ৬.৬৯৯৮ শ্রেক সম্পত্তি অত্র কালীকানো উক্ত সম্পত্তির বিক্রোতা বিক্রি ইছামতী- ২১।০৪।২০২১ তারিখে রাষ্ট্রাধী রেজিঃ অফিস রেজিঃ ক্রঃ ০০৩০০১৬৭৫ নং বিজ্ঞা মোতাবেক দিল্লর রায়া বঙ্গল দে পিরা-বঙ্গল দে দিল্লর নিমিত্ত ইহতে বর্ধিত পুরী উপাধিউস সম্পত্তি অত্র কালীকানো উক্ত সম্পত্তি বিক্রোতার নিমিত্ত ইছামতী- ২১।০৪।২০২১ তারিখে রাষ্ট্রাধী রেজিঃ অফিস রেজিঃ ক্রঃ ০০৩০০১৬৭৫ নং বিজ্ঞা মোতাবেক দিল্লর রায়া বঙ্গল দে পিরা-বঙ্গল দে, সাং-নুতলা, থানা-সর্গরাজ, থানা- হাড়াগা ব্রাহ্মণদের আমোদজনক নিমিত্ত ইহতে বর্ধিত পুরী মন্ডলীর বিক্রি পুরী বঙ্গল দে কালো ব্রাহ্মণ বর্ধিত পুরী মন্ডলীর এক মাধ্যমে যার সাক্ষ্যটি এল.এল.হাওয়াএল.আর. ০৬ নং বিজ্ঞায়এল.আর. ২৪০৪, ৩৯৮২ নং বিজ্ঞায়এল.আর. ২০২৫ নং আর্দে ডাল্লা মোট ০১ কালী ০১ কালী ৪০ বর্ধিত পুরী ৬.৬৯৯৮ শ্রেক সম্পত্তি বিক্রি ইছামতী- ২১।০৪।২০২১ তারিখে রাষ্ট্রাধী রেজিঃ অফিস রেজিঃ ক্রঃ ০০৩০০১৬৭৫ নং বিজ্ঞা মোতাবেক দিল্লর রায়া বঙ্গল দে পিরা-বঙ্গল দে, সাং-নুতলা, থানা-সর্গরাজ, থানা- হাড়াগা ব্রাহ্মণদের আমোদজনক নিমিত্ত ইহতে বর্ধিত পুরী মন্ডলীর বিক্রি পুরী বঙ্গল দে কালো ব্রাহ্মণ বর্ধিত পুরী মন্ডলীর এক মাধ্যমে যার সাক্ষ্যটি এল.এল.হাওয়াএল.আর. ০৬ নং বিজ্ঞায়এল.আর. ২৪০৪, ৩৯৮২ নং বিজ্ঞায়এল.আর. ২০২৫ নং আর্দে ডাল্লা মোট ০১ কালী ০১ কালী ৪০ বর্ধিত পুরী ৬.৬৯৯৮ শ্রেক সম্পত্তি বিক্রি ইছামতী- ২১।০৪।২০২১ তারিখে রাষ্ট্রাধী রেজিঃ অফিস রেজিঃ ক্রঃ ০০৩০০১৬৭৫ নং বিজ্ঞা মোতাবেক দিল্লর রায়া বঙ্গল দে পিরা-বঙ্গল দে, সাং-নুতলা, থানা-সর্গরাজ, থানা- হাড়াগা ব্রাহ্মণদের আমোদজনক নিমিত্ত ইহতে বর্ধিত পুরী মন্ডলীর বিক্রি পুরী বঙ্গল দে কালো ব্রাহ্মণ বর্ধিত পুরী মন্ডলীর এক মাধ্যমে যার সাক্ষ্যটি এল.এল.হাওয়াএল.আর. ০৬ নং বিজ্ঞায়এল.আর. ২৪০৪, ৩৯৮২ নং বিজ্ঞায়এল.আর. ২০২৫ নং আর্দে ডাল্লা মোট ০১ কালী ০১ কালী ৪০ বর্ধিত পুরী ৬.৬৯৯৮ শ্রেক সম্পত্তি বিক্রি ইছামতী- ২১।০৪।২০২১ তারিখে রাষ্ট্রাধী রেজিঃ অফিস রেজিঃ ক্রঃ ০০৩০০১৬৭৫ নং বিজ্ঞা মোতাবেক দিল্লর রায়া বঙ্গল দে পিরা-বঙ্গল দে, সাং-নুতলা, থানা-সর্গরাজ, থানা- হাড়াগা ব্রাহ্মণদের আমোদজনক নিমিত্ত ইহতে বর্ধিত পুরী মন্ডলীর বিক্রি পুরী বঙ্গল দে কালো ব্রাহ্মণ বর্ধিত পুরী মন্ডলীর এক মাধ্যমে যার সাক্ষ্যটি এল.এল.হাওয়াএল.আর. ০৬ নং বিজ্ঞায়এল.আর. ২৪০৪, ৩৯৮২ নং বিজ্ঞায়এল.আর. ২০২৫ নং আর্দে ডাল্লা মোট ০১ কালী ০১ কালী ৪০ বর্ধিত পুরী ৬.৬৯৯৮ শ্রেক সম্পত্তি বিক্রি ইছামতী- ২১।০৪।২০২১ তারিখে রাষ্ট্রাধী রেজিঃ অফিস রেজিঃ ক্রঃ ০০৩০০১৬৭৫ নং বিজ্ঞা মোতাবেক দিল্লর রায়া বঙ্গল দে পিরা-বঙ্গল দে, সাং-নুতলা, থানা-সর্গরাজ, থানা- হাড়াগা ব্রাহ্মণদের আমোদজনক নিমিত্ত ইহতে বর্ধিত পুরী মন্ডলীর বিক্রি পুরী বঙ্গল দে কালো ব্রাহ্মণ বর্ধিত পুরী মন্ডলীর এক মাধ্যমে যার সাক্ষ্যটি এল.এল.হাওয়াএল.আর. ০৬ নং বিজ্ঞায়এল.আর. ২৪০৪, ৩৯৮২ নং বিজ্ঞায়এল.আর. ২০২৫ নং আর্দে ডাল্লা মোট ০১ কালী ০১ কালী ৪০ বর্ধিত পুরী ৬.৬৯৯৮ শ্রেক সম্পত্তি বিক্রি ইছামতী- ২১।০৪।২০২১ তারিখে রাষ্ট্রাধী রেজিঃ অফিস রেজিঃ ক্রঃ ০০৩০০১৬৭৫ নং বিজ্ঞা মোতাবেক দিল্লর রায়া বঙ্গল দে পিরা-বঙ্গল দে, সাং-নুতলা, থানা-সর্গরাজ, থানা- হাড়াগা ব্রাহ্মণদের আমোদজনক নিমিত্ত ইহতে বর্ধিত পুরী মন্ডলীর বিক্রি পুরী বঙ্গল দে কালো ব্রাহ্মণ বর্ধিত পুরী মন্ডলীর এক মাধ্যমে যার সাক্ষ্যটি এল.এল.হাওয়াএল.আর. ০৬ নং বিজ্ঞায়এল.আর. ২৪০৪, ৩৯৮২ নং বিজ্ঞায়এল.আর. ২০২৫ নং আর্দে ডাল্লা মোট ০১ কালী ০১ কালী ৪০ বর্ধিত পুরী ৬.৬৯৯৮ শ্রেক সম্পত্তি বিক্রি ইছামতী- ২১।০৪।২০২১ তারিখে রাষ্ট্রাধী রেজিঃ অফিস রেজিঃ ক্রঃ ০০৩০০১৬৭৫ নং বিজ্ঞা মোতাবেক দিল্লর রায়া বঙ্গল দে পিরা-বঙ্গল দে, সাং-নুতলা, থানা-সর্গরাজ, থানা- হাড়াগা ব্রাহ্মণদের আমোদজনক নিমিত্ত ইহতে বর্ধিত পুরী মন্ডলীর বিক্রি পুরী বঙ্গল দে কালো ব্রাহ্মণ বর্ধিত পুরী মন্ডলীর এক মাধ্যমে যার সাক্ষ্যটি এল.এল.হাওয়াএল.আর. ০৬ নং বিজ্ঞায়এল.আর. ২৪০৪, ৩৯৮২ নং বিজ্ঞায়এল.আর. ২০২৫ নং আর্দে ডাল্লা মোট ০১ কালী ০১ কালী ৪০ বর্ধিত পুরী ৬.৬৯৯৮ শ্রেক সম্পত্তি বিক্রি ইছামতী- ২১।০৪।২০২১ তারিখে রাষ্ট্রাধী রেজিঃ অফিস রেজিঃ ক্রঃ ০০৩০০১৬৭৫ নং বিজ্ঞা মোতাবেক দিল্লর রায়া বঙ্গল দে পিরা-বঙ্গল দে, সাং-নুতলা, থানা-সর্গরাজ, থানা- হাড়াগা ব্রাহ্মণদের আমোদজনক নিমিত্ত ইহতে বর্ধিত পুরী মন্ডলীর বিক্রি পুরী বঙ্গল দে কালো ব্রাহ্মণ বর্ধিত পুরী মন্ডলীর এক মাধ্যমে যার সাক্ষ্যটি এল.এল.হাওয়াএল.আর. ০৬ নং বিজ্ঞায়এল.আর. ২৪০৪, ৩৯

চেলসির গদি ছাড়তে পারেন কোচ এনজো মারেসকা

ফুলহাম, ১ জানুয়ারিঃ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে আবার অস্থিরতার ঘূর্ণি। চেলসি এবং কোচ এনজো মারেসকা-সম্পর্ক কার্যত ভাঙনের মুখে। খারাপ ফল, ক্লাবের অন্দরমহলের টানাপড়েন আর পারস্পরিক অনাস্থা মিলিয়ে নতুন বছরের শুরুতেই দু’পক্ষ আলাদা পথে হাঁটার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। গত কয়েক সপ্তাহে পরিস্থিতি দ্রুত খারাপ হয়েছে। মঙ্গলবার বোর্নমউথের বিরুদ্ধে ২-২ ড্র-এর পর গ্যালারি থেকে কটাক্ষ স্তন্যতে হয় মারেসকাকে। ওই ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর ফলে প্রিমিয়ার লিগে চেলসির শেষ সাত ম্যাচে জয় মাত্র একটা। ক্লাবের অন্দরেই জোরালো আলোচনা-রবিবার ম্যানচেস্টার সিটির বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে মারেসকা আদৌ ডাগলাউটে থাকবেন? চুক্তি রয়েছে ২০২৯ পর্যন্ত, সঙ্গে আরও এক বছরের



অপনান। ক্ষতিপূরণ ছাড়া বিদায় নিতে মারেসকা রাজি হবেন কি না, তা নিয়ে খোঁয়াশা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। শুধু ফল নয়, কোচের আচরণও কর্তাদের চিন্তায় ফেলেছে। ১৬ ডিসেম্বর এভারটনের বিরুদ্ধে জয়ের পর মারেসকার মন্তব্য- ‘চেলসিতে আমার সবচেয়ে খারাপ ৪৮ ঘটনা’-শীর্ষকর্তাদের বিভ্রান্ত করে। কী বোঝাতে চেয়েছেন, মারেসকা তা আর ব্যাখ্যা করেননি। এরপর বোর্নমউথ ম্যাচের পর হঠাৎ অসুস্থতার ‘অজুহাত’ সাংবাদিক সম্মেলনে না আসা। তাঁর সহকারী উইলি কারালেরোকে পাঠানো হয়। পরে জানা যায়, সিদ্ধান্তটা নাকি ইচ্ছাকৃত। ক্লাবের অভ্যন্তরে তখন প্রশ্ন ওঠে-মারেসকা কি চেলসি-প্রজেক্ট নিয়ে আর সন্তুষ্ট নন? চলতি মরসুমে লিগে এগিয়ে থেকেও ১৫ পয়েন্ট কমকে গেছে চেলসির। শিরোপার দৌড় থেকে ছিটকে গিয়ে দল এখন পাঁচ নম্বরে। ডিসেস ইউনাইটেড, আতালান্তা ও অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে হার, নিউকাসল ও বোর্নমউথের সঙ্গে ড্র-গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণের অভাব স্পষ্ট। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও পরিস্থিতি স্বস্তিদায়ক নয়। যোগ্যতা অর্জনের লড়াই বুলে রয়েছে। যদিও কারাগাও কাপের সেমিফাইনালে উঠেছে দল, তবু সামগ্রিক ছবিতে অসন্তুষ্ট মালিকপক্ষ। মারেসকা বিদায় নিলে বিদায় হিসেবে আলোচনায় স্ট্রাসবুর্গের কোচ লিয়াম রোজেনিয়র। ক্লাব মালিকদের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। ২০২২ সালে টড বোলেলি ও ক্লিয়ারলেক ক্যাপিটাল দায়িত্ব নেওয়ার পর এই নিয়ে পঞ্চম স্থায়ী ম্যানেজার হতে পারেন নতুন কেউ। সংখ্যাটাই বলে দিচ্ছে, চেলসির সমস্যাটা কোচ নয়, কাঠামোয়।

মেসি কাণ্ডে টিকিটের টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জানুয়ারিঃ মেসি কাণ্ডের পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে পুলিশ। ১৬ ডিসেম্বর কলকাতার যুবভারতী স্টেডিয়ামে মেসির অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে মেসির ভারত সফরের আয়োজন নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। এই ঘটনায় টিকিট বিক্রির মাধ্যমে ১৯ কোটি টাকা ওঠার অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এখন টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং আয়োজকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মেসি কাণ্ডে টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু হয়ে গেছে, এবং পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে টিকিট বিক্রির মাধ্যমে জমা হওয়া ১৯ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এই টাকা ফেরতের জন্য পুলিশ আদালতের কাছে আবেদন করবে, যাতে আরও



তথা ভারতে আসার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন শতরু দত্ত। শতরু দত্তর অ্যাকাউন্ট থেকে ২২ কোটি টাকা আগেই ফ্রিজ করা হয়েছিল পুলিশ কর্তৃক। পুলিশ ইতিমধ্যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্ত সম্পন্ন করেছে এবং এমনকি তার



করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যে, শিগিরিরই আরও বেশ কিছু দর্শকের বয়ান রেকর্ড করা হবে। এই বয়ানগুলি মূলত সাহায্য করবে পুলিশকে ঘটনার আসল প্রকৃতি বুঝতে, এবং তা কিভাবে ঘটেছিল তা স্পষ্ট করতে। যুবভারতী

স্টেডিয়ামে মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা এবং দর্শকদের ক্ষোভের মুখে ১৬ ডিসেম্বরই শতরু দত্তকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনায় মেসি দেখতে না পেয়ে ক্ষুব্ধ দর্শকরা ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছিলেন, যার ফলে পরিস্থিতি অস্থির হয়ে ওঠে। গ্রেফতারির পর রাজা পুলিশের ডিউজি রাজীব কুমার সাংবাদিকদের কাছে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ‘‘সরকার কমিটি গঠন করেছে, আয়োজকদের লিখিত আকারে জবাব দিতে বলা হয়েছে। যে টিকিট বিক্রি হয়েছিল, তার টাকা ফেরত দিতে হবে আয়োজকদের, না হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’ এছাড়া, ২২ কোটি টাকা ফ্রিজ করার ঘটনায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে, যা এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা গভীর দুর্নীতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। তদন্তকারীরা এখনও অন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন, যা এই কাণ্ডের পুরো রহস্য উন্মোচনে সাহায্য করবে।

নতুন বছরে সতীর্থদের সঙ্গে মহাকালেশ্বরে পূজো স্মৃতির

উজ্জয়িনী, ১ জানুয়ারিঃ প্রথমবার ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছে ভারত। এবার হরনান্দ্রীত কীরদের লক্ষ্য, ইংল্যান্ড থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে দেশে ফেরা। জুন-জুলাইয়ে বসবে এই মেগা ইভেন্টের আসর। নতুন বছরের অভিযান শুরুর আগে বিশ্বকাপজয়ী সতীর্থদের নিয়ে উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে পূজা দিতে দেখা গেল স্মৃতি মন্ডনানীকে। ভারতীয় দলের বাহিনী ওপেনারের সঙ্গে ছিলেন শেফালি বর্মী, রেবুকা সিং ঠাকুর, স্নেহ রানা, রাধা যাদব, অরুন্ধতী রেড্ডিরা। জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে তাঁরা ভন্ম আরতি করেন। কী এই ভন্ম আরতি? ভোরবেলা পবিত্র ভন্ম বা ছাই দিয়ে ত্রিকালদশী মহাদেবকে আরতি করাকেই



ভন্ম আরতি বলে। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মন্দির প্রাঙ্গণে বসে প্রার্থনা করতে দেখা যায়। পুরোহিতের কাছে আশীর্বাদ ও প্রণাম করেন তারা।



গত মঙ্গলবারই শ্রীলঙ্কাকে ৫-০ ব্যবধানে চুনকাম করেছে ভারত। যা একটা নজিরও। এই নিয়ে মোট তিন বার ৫-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছেন ভারতের মেয়েরা। ২০১৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০২৪ সালে বাংলাদেশকে একই ব্যবধানে হারানোর পর ২০২৫ সালে এমন সাফল্য পেল ভারত। পলাশ পর্ব অতীত করে এই সিরিজেই মহিলাদের ক্রিকেট ইতিহাসে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ব্যক্তিগত ঝড় সামলে ফর্মে ফেরার ম্যাচে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ হাজার রানের মাইলফলক অতিক্রম করেন। দ্রুততম মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে দশ হাজারি ক্লাবে পৌঁছন তিনি।

এমবাপেকে নিয়ে শঙ্কায় বছর শুরুর রিয়াল মাদ্রিদের

হতাশার ২০২৫ পেরিয়ে নতুন বছর নিশ্চয়ই নতুন আশায় শুরু করতে চাইবে রিয়াল মাদ্রিদ। তবে সেই সম্ভাবনায় বড় থাক্ক। এলো বছরের শুরুতেই। কিলিয়ান এমবাপের চোটের চেয়ে বড় দুঃসংবাদ আর কী আছে তাদের জন্য!

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ১ জানুয়ারিঃ চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এ পর্যন্ত ২৫ ম্যাচ খেলেছে রিয়াল মাদ্রিদ। কিলিয়ান এমবাপে এর মধ্যে শুধু একটি ম্যাচ খেলেননি। অন্য সব কটি ম্যাচেই নিজেকে নিংড়ে দিয়েছেন এই ফরাসি স্ট্রাইকার। এভাবে ম্যাচের পর ম্যাচ খেলার নেতিবাচক ফলও পেয়েছেন এমবাপে। চোটে পড়েছেন। ফরাসি সংবাদমাধ্যম লেকিপ জানিয়েছে, লা লিগায় সর্বশেষ কয়েকটি ম্যাচই হটুতে অস্বস্তি নিয়ে খেলেছেন এমবাপে। ব্যাপারটা তখন অতটা দুশ্চিন্তার না হওয়ায় রিয়ালের মেডিকেল দল পাত্তা দেয়নি। কিন্তু বিপদটা ধীরে ধীরে টেক পেয়েছেন এমবাপে। জ্যোরে দৌড়ানোর সময় গতি বাড়াতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত গতকাল বুধবার তাঁর বাঁ হটুতে এমআরআই করার পর চোটের বিষয়ে নিশ্চিত হয় রিয়াল। এরপর তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমবাপেকে আপাতত মাঠের বাইরে রাখাই উত্তম। গতকাল রিয়ালের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘রিয়াল মাদ্রিদের মেডিকেল সার্ভিসেস দল আজ (গতকাল) আমাদের খেলোয়াড় কিলিয়ান এমবাপের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। তাঁর বাঁ হটু মচকেছে।’ ২৭ বছর বয়সী এই তারকাকে কত দিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে জানানি রিয়াল। তবে



রিয়াল সমর্থকদের জন্য ভালো খবর নয়। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৯ গোল করা এমবাপে চলতি মরসুমে এখন পর্যন্ত রিয়ালের সর্বোচ্চ গোলদাতা। লা লিগাতেও এই মরসুমে তাঁর গোলসংখ্যাই সর্বোচ্চ। চলতি মরসুমে সব

প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রিয়ালের করা ৫২ গোলের ৫৫.৭ শতাংশ গোলই এসেছে এমবাপের কাছ থেকে। এখন তিন সপ্তাহের জন্য ছিটকে পড়া মানে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ম্যাচে পাবে না রিয়াল। ওলিকে লা লিগায় ১৮ ম্যাচ শেষে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে ৪ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে দুইয়ে জাবি আলোনসোর দল। লা লিগায় আগামী রবিবার ঘরের মাঠে রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে এমবাপেকে পাবে না জাবির দল। ৭ থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত স্প্যানিশ সুপার কাপেও তাঁর খেলা হবে না। এরপর আগামী ১৭ জানুয়ারি লা লিগায় লেভান্তের বিপক্ষে ম্যাচ এবং ২১ জানুয়ারি মোনাকোর বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচেও এমবাপের না খেলার সম্ভাবনাই বেশি। এমবাপে টিক-কীভাবে এই চোট পেলেন, তা জানানি রিয়াল। ম্যাচের পর ম্যাচ খেলার কারণে তাঁর হটুতে অস্বস্তি অনুভব করা এবং শেষ পর্যন্ত এভাবে চোট পড়ার বিষয়টি জানিয়েছে লেকিপ। এর আগে ২০২৫ সালটা দারুণ কটান এমবাপে। ৫৯ গোল করে ছুঁয়ে ফেলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর গড়া ক্লাব রেকর্ড। ১৮ মাস আগে পিএসজি থেকে রিয়ালে যোগ দেওয়ার পর ক্লাবটির হয়ে ৮৩ ম্যাচে এ পর্যন্ত ৭৩ গোল করেছেন এমবাপে।

নতুন বছরে ব্রাজিল থেকে নেইমারকে নিয়ে খুশির খবর

সংবাদ সংস্থা, সান্তোস, ১ জানুয়ারিঃ দীর্ঘ জল্পনাকল্পনার অবসান হলো অবশেষে। গতকাল বুধবার ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সান্তোস অনুষ্ঠানিকভাবে নেইমারের সঙ্গে চুক্তি নবীকরন চূড়ান্ত করে। নতুন চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ৬১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সান্তোসেই থাকবেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। নেইমারের নতুন চুক্তির খবর নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম ‘গ্লোবো’। এই চুক্তিতে পৌঁছাতে কয়েক সপ্তাহ ধরে আলোচনা চলছে দুই পক্ষের মধ্যে। সান্তোসে ফেরার পর এটি নেইমারের সঙ্গে করা তৃতীয় চুক্তি। এর আগে ২০২৫ সালে তার সঙ্গে ছয় মাস করে দুবার চুক্তি করেছে ভিলা বেলমিরোর ক্লাবটি। এবারের চুক্তি এক বছরের জন্য। সান্তোসের সূত্রের বরাত দিয়ে ‘গ্লোবো’ জানিয়েছে, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সান্তোসের ১০ নম্বর জার্সিধারী (নেইমার) নতুন চুক্তির ঘোষণা দেওয়া হবে। এ চুক্তির মাধ্যমে ক্লাব সভাপতি মার্সেলা ভেইসেইরার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত সান্তোসেই থাকবেন নেইমার। ব্রাজিলিয়ান লিগ শেষ হওয়ার পর থেকেই নেইমারকে পরে রাখার ব্যাপারে আশাবাদী ছিল সান্তোস। তাঁর আগের চুক্তির মেয়াদ ছিল ৬১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ক্লাব পরিচালনা পর্ষদ ধারণা করেছিল, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গড়াতে পারে দুই পক্ষের আলোচনা। শেষ পর্যন্ত হয়েছে তাই।

সান্তোস প্রতি মাসে চার-পাঁচজন সাধারণ মাসের খেলোয়াড়ের সমান বেতন দেয় ইউরোপে বার্সেলোনার হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী ৩৩ বছর বয়সী নেইমারকে।

পরিশোধ করার কথা। শুরু থেকেই সান্তোসের নেইমারকে নিয়ে প্রকল্পের মেয়াদ ধরা হয়েছিল এ বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। অর্থাৎ বিশ্বকাপ চলার সময় পর্যন্ত। সান্তোস অবশ্য কখনোই

তাদের এই আইকন খেলোয়াড়কে ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবেনি। তবে নেইমার ও তাঁর প্রতিনিধিরা তাড়াছড়ো না করে নতুন চুক্তিকে বাস্তবসম্মত করার দিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। মরসুম শেষ হওয়ায় এখন নেইমার মনোযোগ আঁকছে ৮ কোটি ৫০ লাখ ব্রাজিলিয়ান রিয়াল, যা আগামী বছরের শেষে নানা সান্তোসের

অস্ত্রোপচারের পর পুনর্বাসনের ওপর। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের আগে মাঠে ফেরা তাঁর জন্য কঠিন। সান্তোসের মেডিকেল টিম নেইমারের চিকিৎসার দেখাশোনা করছে এবং ক্লাবও তাঁর কার্যক্রম নিবিড়ভাবে নজরে রাখছে। এসবের মধ্যে অবশ্য নতুন বছরের শুরুতে নেইমারের চুক্তির নবীকরনের খবর সান্তোস ভক্তদের বাড়তি আনন্দ হিসেবে যোগ হয়েছে। বিশ্বকাপের বছর বিবেচনায়ও নেইমারের এই চুক্তি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সামনে নতুন মরসুমে সান্তোসের ম্যাচগুলো দিয়েই ২০২৬ বিশ্বকাপের ব্রাজিল দলে জায়গা পাওয়ার দাবিটা জোরাল করতে হবে নেইমারকে। ব্রাজিল জাতীয় দলে তিনি সর্বশেষ খেলেছেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে। সদ্য শেষ হওয়া মরসুমে নেইমারের কল্যাণেই ব্রাজিলিয়ান শীর্ষ লিগ থেকে অবনমন ঠেকিয়েছে সান্তোস। এমনকি দলের অবনমন ঠেকানো নিশ্চিত করতে শেষ তিন ম্যাচে চোট নিয়েই খেলার সিদ্ধান্ত নেন নেইমার। তিনটি ম্যাচেই সান্তোস জিতেছে ৩-০ ব্যবধানে। এর মধ্যে প্রথম ম্যাচে নেইমার এক গোল নিয়ে করেন এবং অন্যটিতে করেন সহায়তা। দ্বিতীয় ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন। শেষ ম্যাচে গোল না পেলেও পুরো ৯০ মিনিট খেলে দারুণ পারফর্ম করেন। এই ম্যাচে ৩-০ গোলের বড় ব্যবধানে জেতে সান্তোস।

বিশ্বকাপে দলছুটের পর অবশেষে কামব্যাক কোন টুর্নামেন্টে ময়দানে ফিরছেন শুভমান গিল?



মুম্বই, ১ জানুয়ারিঃ টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার হতাশা কটিতে খুব বেশি সময় নিচ্ছেন না শুভমান গিল। জাতীয় দলে জায়গা না পেলেও ঘরোয়া ক্রিকেটেই নিজের পথ খুঁজে নিচ্ছেন ভারতের টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক। রিপোর্ট অনুযায়ী, জানুয়ারির শুরুতেই বিজয় হাজারে ট্রফিতে পাঞ্জাবের জার্সিতে নামতে চলেছেন গিল। ‘ক্রিকবাজের’ রিপোর্ট অনুযায়ী, শুভমান গিল ৩ ও ৬ জানুয়ারি জয়পুরে ক্যাপ্টেন হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচ খেলবেন। প্রতিপক্ষ মথারামে সিকিম ও গোয়া। স্কোয়াডে নাম থাকলেও প্রথম চার

ম্যাচে না খেলার প্রশ্ন উঠেছিল তাঁর কটনেন্স ও প্রস্তুতি নিয়ে। প্রেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে মাঠে নামার সবুজ সংকেত! এই ঘরোয়া ম্যাচগুলো গিলের জন্য কার্যত প্রস্তুতির মঞ্চ-কারণ এরপরই শুরু হচ্ছে ভারতের নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে দীর্ঘদিনের ফর্মহীনতাই গিলের বিশ্বকাপ-স্বপ্নে ছেদ টেনেছে। নিউজিল্যান্ড সিরিজ এবং ২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপের স্কোয়াড-দুটো থেকেই বাদ পড়েছেন তিনি। ১৫ ইনিংসে ২৯১ রান, গড় মাত্র ২৪.২৫-এই পরিসংখ্যানেই নির্বাচকদের আস্থা হারান গিল। এক সময় ইংল্যান্ড সিরিজে দারুণ টেস্ট ফর্মের সুবাদে টি-২০ দলে ফিরেছিলেন তিনি। সেই প্রত্যাবর্তনের খেয়ারত দিতে হয় সঙ্ঘ সাম্যসনকে। কিন্তু বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণার সময় নির্বাচকরা ইউ-টার্ন নিয়ে আবার সাম্যসনকেই ফিরিয়ে আনেন, বাদ পড়েন গিল। ‘শুধু গিল নন, একই পথে হাটছেন একাধিক সিনিয়র তারকা। রবীন্দ্র জাডেজা জানিয়ে দিয়েছেন, জানুয়ারির ৬ ও ৮ তারিখ সৌরাষ্ট্রের হয়ে খেলবেন। কেএল রাহুলের কন্ট্রাক্টের হয়ে নামার সম্ভাবনাও রয়েছে। এই ঘরোয়া প্রত্যাবর্তনগুলোই স্পষ্ট করে দিচ্ছে বার্তা-জাতীয় দলে জায়গা ধরে রাখতে বা ফেরাতে ঘরোয়া ক্রিকেটেই এখন সবচেয়ে বা মঞ্চ। শুভমান গিলের ক্ষেত্রে সেটাই সুযোগ। বিজয় হাজারেতে ব্যাটে রান এলেই নিউজিল্যান্ড সিরিজে আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামতে পারবেন টিম ইন্ডিয়ায় ব্যাটিংয়ের অন্যতম মুখ। বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়া অধ্যায় আপাতত বন্ধ। নতুন গল্প লিখতে শুভমানের সামনে এখন একটাই রাস্তা-রান।

সুস্থ হয়ে উঠছেন রবার্তো কার্লোস, ‘হাট অ্যাটাক হয়নি!’ স্পষ্ট বার্তা ব্রাজিলীয় কিংবদন্তির

সংবাদ সংস্থা, সাও পাওলো, ১ জানুয়ারিঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় জল্পনার অবসান টানলেন ফুটবল কিংবদন্তি রবার্তো কার্লোস। হাটজনিত একটি সার্জারির পর তিনি যে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন, নিজেই জানালেন প্রাক্তন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। একই সঙ্গে স্পষ্ট করে দিলেন-তাঁর হাট অ্যাটাক হয়নি। ৫২ বছর বয়সি প্রাক্তন ব্রাজিলীয় ডিফেন্ডার নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় হাসপাতালের বিছানায় হাসিমুখে একটি ছবি পোস্ট করে জানান, তিনি ‘ভাল আছেন এবং দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে মুখিয়ে!’ গুজব ছড়িয়েছিল, কার্লোসের নাকি হাট অ্যাটাকে হয়েছে। কিন্তু সেই খবর ন্যাটক করে লেখেন, ‘আমার কোনও ভাবেই হাট অ্যাটাক হয়নি। ভালভাবে রিকভার করছি!’ সাও পাওলোয় হাসপাতাল ভিলা নোভা স্টার বিবৃতিতে জানিয়েছে, সোমবার কার্লোসের হাটে একটি রুকেজ ধরা পড়ে। এরপরই চিকিৎসকদের পরামর্শে করোনারি অ্যান্ডিওপ্লাস্টি চলে। এটি মিনিমালি ইনভেসিভ প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সংকুচিত বা

বন্ধ হয়ে যাওয়া হৃদধমনি প্রসারিত করা হয়। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, অস্ত্রোপচার সফল এবং কার্লোসের অবস্থা স্থিতিশীল। ব্রাজিলীয় কিংবদন্তি নিজেই পরিষ্কার



সূরে বলেন, ‘এটা কোনও জরুরি পরিস্থিতি ছিল না। চিকিৎসকদের সঙ্গে আগেভাগে পরিকল্পনা করে যা করার করা হয়েছে। সব কিছু ঠিকঠাক!’ সোশ্যাল মিডিয়ায় যে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল, তার কোনও ভিত্তি নেই-এই বার্তাই দিতে

পঞ্চম টেস্টের দল ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ১ জানুয়ারিঃ অ্যাডিলেডে অ্যাশেজ জিতলেও মেলবোর্নে চতুর্থ টেস্টে হেরে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। আশঙ্কা ছিল পঞ্চম টেস্টের জন্য দলে পরিবর্তন আনা হয় কি না। বৃহস্পতিবারই সিডনি টেস্টের দল জানিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া। কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি দলে। তবে ক্যামেরন গ্রিন প্রথম একাদশে আর জায়গা পানেন কি না, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। আইপিএল নিলামে ক্রেকআর ২৫.২০ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছে গ্রিনকে। সালা বলে, বিশেষ করে টি-টোয়েন্টিতে তিনি অপরিস্রব ক্রিকেটার হলেও, চলতি অ্যাশেজে মোটেই ভাল খেলতে পারেননি গ্রিন। চারটি টেস্টে মোটে ১১২ রান করেছেন। বলও করানো হয়নি সে ভাবে। প্রথম একাদশে কেন তাঁকে জায়গা দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে সিরিজ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে, তাই শেষ টেস্টে গ্রিনের জায়গায় বিউ ওয়েবস্টারকে আনতে পারে অস্ট্রেলিয়া। আশেজে একটি ম্যাচেও খেলেননি ওয়েবস্টার। শেষ ম্যাচে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়া হতে পারে। একই ভাবে প্রশ্ন রয়েছে মার্নস লাবুশেনকে নিয়েও। তিনিও খুব একটা রান পাননি। কিন্তু তিন নম্বরে তাঁর বিকল্প অস্ট্রেলিয়ার হাতে নেই। ফলে সিডনিতেও লাবুশেনকে খেলানো হতে পারে। একমাত্র স্পিনার হিসাবে টড মার্কিনেকও খেলানোর সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কার জায়গায় তিনি আসবেন তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে। দুই পেসার মিলেস সার্ক এবং স্টু বোলান্ড চারটি টেস্টেই খেলেছেন। শেষ টেস্টে কোনও একজনকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে।

চেয়েছেন তিনি। ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুলব্যাক হিসেবে পরিচিত রবার্তো কার্লোস ব্রাজিলের হয়ে ১২৫টি ম্যাচ খেলেছেন। ২০০২ বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা ১৯৯৮ বিশ্বকাপে রানার্স-আপ দলে জায়গা করে নেন। ক্লাব ফুটবলে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে ১৯৯৬ থেকে ২০০৭-এক দশকেরও বেশি সময় কাটিয়েছেন তিনি। জিতেছেন তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ (১৯৯৮, ২০০০, ২০০২) ও চারটি লা লিগা শিরোপা। ইউরোপ ছাড়াও ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের কাছেও পরিচিত মুখ কার্লোস। ২০১৫ মরশুমে দিল্লি ডায়নামোসের প্লেরার-ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। হাট অ্যাটাক নয়, বরং পরিকল্পিত চিকিৎসা-এই ব্যাখ্যার পর আপাতত স্বস্তিতে ভক্তরা। নিজেই জানিয়েছেন, খুব শিগিরিরই ব্যক্তিগত ও পেশাগত কাজে ফিরবেন তিনি। মাঠে কার্লোসের বাঁ-পায়ের সেই বোমারু ফ্রি-কিকের স্মৃতি যেমন চিরঅমলিন, তেমনই মাঠের বাইরেও লড়াইটা যে জিতছেন, সেটাই আপাতত সবচেয়ে বড় খবর।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৮ বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা • ১ জানুয়ারি ২০২৬

শীতে হাড়ের অসুখ

- এক্স মানে কি এক্সরক্স?
- ওয়ে! পেনেব্রেকের হাট দেলিওর সমাধান
- হৃদরোগের অন্যতম কারণ হাই ব্লাড প্রেসার
- অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন
- প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার: ৪ নম্বর খাতক থেকে

- ব্যাচলেড জন্মচক্রের জরুরি
- কোরোনারি ক্যান্সার বা কোলন ক্যান্সার
- আর্থ্রাইটিস
- অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধের উপায়
- হাড়ের স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
- হাড়ের ব্যথা নিয়ন্ত্রণের উপায়

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক নন্দরঞ্জন বসু মুদ্রক চিত্ত বেনাধ্য কটক সত্যজয় এমপ্লয়ীস কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ ইইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ ইইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নন্দর
Published by Alok Kumar Naskar & Printer by Chitay Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajay Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Profulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Alok Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com